786/92

৪র্থ বর্ষ ❖ দ্বিতীয় সংখ্যা ❖ হাদিয়া ১২টাকা

Vol-4, Isue No 2 , Nov 2008

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT

শিক্ষা, ধর্ম ও স্বাংস্কৃতিক বিষয়ক
সাহিত্য পত্রিকা

সুন্নী জগৎ

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

বফয়জে রুহানী

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সারপরাস্ত

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান

বেরলবী–

মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

কালামে রাজা

আরশে হাক্বহ্যায় মাসনাদে রিফ্আত রাসুলুল্লাহ কী
দেখনী হ্যায় হাশর মে ইজ্জাত রাসুলুল্লাহ কী

ক্বরমে লাহরায়েঙ্গে তা হাশর্ চাশমে নূর কে
জাল ওয়া ফারমা হোগী যাব ত্বালআত রাসুলুল্লাকী।

লা অরব্বিল আরশ জিসকো যো মিলা উন্‌সে মিলা
বাটতি হ্যায় কাউনাইন মে নেয়ামাত রাসুলুল্লাহ কী

সুরাজ উলটে পাঁয়ু পাল্টে চাঁদ ইশারে সে হো চাক
আন্ধে নাজদী দেখলে কুদরাত রাসুলুল্লাহ কী।

তুঝসে আউর জান্নাতসে কিয়া মাতলাব ওহাবীদু হো
হাম রাসুলুল্লাহ কে জান্নাত রাসুলুল্লাহ কী।

হাম ভিখারী ও কারীম উনকা খোদা উনসে ফুজোঁ
আউর না কহনা নেহী আদাত রাসুলুল্লাহ কী।

আয়ে রাজা খোদ সাহেবে কুরআঁ হ্যায় মাদ্দাহে হুজুর
তুঝসে কাব্ মুমকিন হ্যায় ফির মিদহাত রাসুলুল্লাহকী

pdf By Syed Mostafa Sakib

"ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ"

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ ঃঃ ২য় সংখ্যা

জিলকদ ১৪২৯ হিজরী, নভেম্বর ২০০৮, কার্তিক ১৪১৫

সুচিপত্র

তাফসীরুল কোরআন / ৩

হাদীসে রাসুল / ৭

বে-মেসল বাশার / ১০

ফাতাওয়া বিভাগ / ১৬

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ / ২১

কয়েকটি জরুরী ফাতাওয়া / ২৭

ডাঃ মাসুদ আহম্মেদ মুজাদ্দেদী / ৩০

আবে জমজমের নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য / ৩৪

ইনশাল্লাহ (গল্প) / ৩৫

১৮৫৭ খ্রীঃ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী / ৩৬

নাজদ পরিচিতি /৩৮

দেওবন্দী ও ইসলামী আকিদা / ৪০

জানা অজানা / ৪৩

কবিতাবলী / ৪৪

জানা অজানা----------৪৩

নবীর কি শান / ৪৫

পবিত্র ঈদ ও খাজা গরীব নওয়াজ / ৪৬

খবরা খবর / ৪৭

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ-

সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

সহ-সভাপতি ঃ-

হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী ও

মাওঃ হাশিম রেজা নূরী

প্রধান সম্পাদক ঃ-

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী

সহ-সম্পাদক ঃ-

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

সম্পাদক ঃ-

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

কোষাধাক্ষ্য ঃ-

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ-

মুফতী মোঃ তোফাইল হোসাইন, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ, মাওঃ মোঃ শফীকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ মালিক রেজবী, মাওঃ আব্দুল জাব্বার আশরাফী, মাষ্টার আশিকুর রহমান,মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ মেহের আলী। মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম মুফতী নিয়াজ আহমদ

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব

সাং-দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ-ভগবানগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ

মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

(০৩৪৮৩) ২৫৯১৫৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসস্বালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিহিল কারীম।

সেরাতুল মুসতাকিম

মানুষ চায় শান্তি, ইহকাল পরকালের মুক্তি। কিন্তু মুক্তির জন্য চায় পথ, মত, আদর্শ। উত্তম আদর্শ সঠিক পথ মত। সীমিত জ্ঞানে মানুষের নির্ণয় করা সম্ভব নয় কোন পথ সঠিক, কোন পথে মুক্তি, শান্তি। *"যে চলে মনের গড়া সে সব কিছু হারাবে"*

একমাত্র শ্রষ্ঠাই জানেন সৃষ্টির কিসে উন্নতি, অবনতি, শান্তি, কিসে মুক্তি। তায় শ্রষ্ঠার নিকট সৃষ্ট মানুষের প্রার্থনা –"ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাকিম। সিরাতাল্লাজিনা আন আমতা আলায়হিম"। হে মহান শ্রষ্ঠা মহা প্রতিপালক আল্লাহ আমরা তোমারই সৃষ্ট বান্দা, তোমারই উপাসনা করি, তোমারই আরাধনা করি, তোমারই সান্নিধ্য লাভে প্রার্থনা করি, তোমারই সাহায্য চায়। তুমি দয়া করে মোদের সোজা সরল পথে চালিত করো। যে পথে নবীগন, সিদ্দিকগন, শহীদগন, ওলিগন, নেক বান্দাগন চলে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে তোমার প্রিয় হয়েছে, তোমার বন্ধুত্ব বরণ করে ধন্য হয়েছে তাদের পথে চালিত করো। তাদের সঙ্গী সাথী করে দাও। হে দয়াল যারা বিপদ গামী হয়েছে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, অভিশপ্ত হয়েছে তাদের পথ হতে সঙ্গী হতে আমাদের বাঁচিয়ে নাও।

যুগে যুগে নবীগন সর্বোত্তম যুগে মহানবী ও তাঁর সাহাবাগন পরবর্তিতে তাঁর বন্ধুগন, উলামায়ে মুজতাহিদগন,ওলি আওলিয়া, গওস কুতুব, নেক বান্দাগন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত–প্রিয় মহা জ্ঞানী, মহাজন তাদের মত-পথ আদর্শ সঙ্গই মুক্তির একমাত্র পথ–সিরাতুল মুসতাকিম।

"মহা জ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরনীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরনীয়"।

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর অণুসরনই উত্তম"
(আল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত–২১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

তাফসীরুল কোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন
কানজুল ঈমান
কৃতঃ– আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা
বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর ঃ–
"খাজাইনুল ইরফান"
কৃতঃ–সাদরুল আফাযিল
মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ–আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ–প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

সূরা দ্বোহা
ত্রিশ পারা

সুরা–দ্বোহা	১ রুকু	আয়াত ১ হতে ৭ পর্যন্ত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।
Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

১) চাশ্‌ত (পূর্বাহ্ন) এর শপথ (ক)
(1) By the growing brightness of the morning.
(২) এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে, (খ)
(2) And by the night when it covers.
৩) আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং না অপছন্দ করেছেন।
(3) Your Lord has not forsaken you, nor He was disgust.
৪) এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম। (গ)
(4) And undoubtely, the following one is better for you then the preceding one
৫) এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এই পরিমান দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (ঙ)
(5) And undoubtely, soon your Lord shall give you so much that you shall be satisfied.

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬) তিনি কি আপনাকে এতিম পাননি ? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। (চ)
(6) Did He not find you an orphan, then give you sheer ?
৭) এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন (ছ)
(7) And He found you drown in his love, therefore gave way unto Him.

সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা ওয়াদ দ্বোহা মক্কী ঃ–এতে একটি রুকু, এগারো টি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং বাহাত্তরটি বর্ণ আছে।

শানে নুযুল ঃ–একদা এমন ঘটেছিল যে, কয়েকদিন যাবৎ ওহী আসলো না। তখন কাফিরগণ সমালোচনা করে বলল যে, মহম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। এ পরিপেক্ষিতে সূরা "ওয়াদ দ্বোহা" অবতীর্ণ হযেছে।

টীকা (ক)– সূর্য যখন উপরে উঠে, কেননা এটা হচ্ছে ঐ সময় যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আল্‌য়হিস সালামকে আপন "কালাম" (বাক্যালাপ) দ্বারা ধন্য করেছেন এবং এ সময়েই যাদুকরগণ সাজদায় পতিত হয়েছিল।

মাসআলা ঃ– চাশতের নামাজ সুন্নাত এবং ইহার ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠার পর থেকে সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে চাশতের নামাজ দুই রাকায়াত বা চার রাকায়াত এক সালাম সহকারে। কোন কোন তাফসীর কারক গণ বলেছেন যে, দ্বোহা দ্বারা দিন বোঝানো হয়েছে।

টীকা (খ) – এবং এর অন্ধকার ব্যপক হয়ে যায়। ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে, চাশতের ওয়াক্ত দ্বারা ঐ চাশত বোঝানো হয়েছে যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন, কোন কোন তাফসীর কারক বলেছেন যে, চাশত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে–হযরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সৌন্দর্যের আলোর দিকে। আর রাত দ্বারা তাঁরই সুবাসিত যুলকির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (রুহুল বয়ান)

টীকা (গ) – অর্থাৎ ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম। কেননা সেখানে তাঁর জন্য "মাক্বামে মাহমুদ" (প্রশংসিত স্থান) হাউজে কাওসার, খায়রে মাউউদ (প্রতিশ্রুত কল্যাণ), সমস্ত নবী ও রাসুল আলায়হিমুস সালামের উপর প্রাধান্য ও অগ্রগন্যতা, তাঁর উম্মতগণের পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার মর্যাদা তাঁর সুপারিশ দ্বারা মুমিনদের মর্যদা স-মুন্নত হওয়া ও মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অপরিসীম সম্মান ও মর্যদা রয়েছে।

তাফসীর কারকগণ এর অর্থ এও করেছেন যে আগামী দিনের অবস্থাদী তাঁর জন্য অতীতের অবস্থা হতে উৎকৃষ্টতর হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তিনি দিন দিন তাঁর মান মর্যদা কে বুলন্দ করবেন এবং সম্মানের উপর সম্মান, পদ মর্যদার উপর পদ-মর্যদা দান করবেন। আর মুহুর্তে মুহুর্তে তাঁর পদ মর্যদা উন্নতির দিকে যেতে থাকবে।

টীকা (ঘ) ইহকাল ও পরকালের মধ্যে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

টীকা (ঙ) আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এ সম্মান জনক ওয়াদা ঐ সমস্ত নিয়ামতকে ও অন্তর্ভূক্ত করে যা তাঁকে দুনিয়ার মধ্যে প্রদান করেছেন। যেমন আত্মার পরিপূর্নতা, পূর্ব ও পরবর্তীদের জ্ঞান ভাণ্ডার, দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, দ্বীনকে উন্নত করা এবং ঐ সমস্ত বিষয় যা তাঁর বরকতময় যুগে অর্জিত হয়েছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত অর্জিত হতে থাকবে। আর তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বান ব্যাপক হওয়া, ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করা, তাঁর উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়া এবং তাঁর ঐ সমস্ত সম্মান ও পূর্ণতা যে গুলো সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। তদুপরি পরকালের ইজ্জত ও সম্মানকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ব্যাপক ও বিশেষ মহান নিয়ামত সমূহ এবং "মাকামে ই মাহমুদ" ইত্যাদি দান করেছেন।

মুসরীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপন বরকত ময় দুই হাত তুলে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোআ করেছেন এবং এ আরজ করেছেন, "আল্লাহুমা উম্মাতি উম্মাতি"। (অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন, আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন।) আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল (আলায়হিস সালামকে) নির্দেশ দিলেন, মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সাল্লামের দরবারে গিয়ে তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করো। অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভাল অবগত আছেন। হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম আদেশ মোতাবেক উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন। বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সাল্লাম তাঁকে সব অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং উম্মতের জন্য দুঃখ কষ্টের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত জিব্রাইল আমীন আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করলেন, আপনার হাবীব এই আরজ করেছেন। অথচ আল্লাহ তা ভাল জানেন। আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল আমীনকে বললেন–যাও আমার হাবীবকে গিয়ে বল যে আমি অচিরেই তাঁর উম্মাত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দেবো এবং তাঁর পবিত্র অন্তরকে ভারাক্রান্ত হতে দেবো না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলে, তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যতক্ষন পর্যন্ত আমার একজন উম্মাতও অবশিষ্ঠ থাকবে (ততক্ষন পর্যন্ত) আমি সন্তুষ্ট হবো না। এই আয়াত শরীফ হতে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাচ্ছে যে আল্লাহ তায়ালা ওটাই করবেন, যাতে তাঁর হাবীব সন্তুষ্ট হন।

শাফায়াতের হাদীস সমূহ থেকেও প্রমাণিত যে রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি এতে নিহিত যে তাঁর সমস্ত গুনাহগার উম্মাতকে ক্ষমা করা হোক। সুতরাং আয়াত ও হাদীস সমূহ হতে নিশ্চিন্ত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত গ্রহণ যোগ্য এবং তাঁর মর্জি মোবারক অনুযায়ীই গুনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ ! কেমন উচ্চ মর্যদা যে, মহান প্রতিপালক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে থাকেন এবং পরিশ্রম করে থাকেন আর ঐ মহান আল্লাহ এ হাবীব আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপন দানকে ব্যাপক করে দিচ্ছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর আল্লাহ তায়ালা ঐ সব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাঁকে প্রাথমিক অবস্থা থেকে প্রদান করেছেন।

(চ) সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখনো আপন সম্মানিতা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছেন। তখন গর্ভকাল মাত্র দু-মাসের ছিল। তাঁর সম্মানিত পিতা মদিনা শরীফে ওফাত পেলেন। তখন তিনি না কোন সম্পদ রেখে গেলেন না কোন জায়গা জমি। তাঁর লালন পালনের জিম্মাদার হলেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তলিব। যখন তাঁর বয়স শরীফ চার কিম্বা ছয় বছর হলো, তখন তাঁর সম্মানীত মাতা ইন্তেকাল করলেন। যখন পবিত্র বয়স আট বছর হলো, তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ও ওফাত পান। তিনি (দাদা) ওফাতের পূর্বে তাঁর পুত্র আবু তালেবকে যিনি তাঁর আপন চাচা ছিলেন তাঁর সেবা যত্ন ওরক্ষনা বেক্ষনের জন্য ওসীয়ত করলেন। আবু তালেবও তাঁর সেবায় অতি তৎপর রইলেন এ পর্যন্ত যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত দ্বারা সম্মানীত করেছেন।

এই আয়াত ব্যাখ্যায় তাফসীর কারকগণ এক অর্থ এটাও করেছেন যে, "য়াতীম" শব্দের অর্থ অদ্বিতীয় ও নজীর বিহীন। যেমন বলা হয়- "দূররা-ই-য়াতীমাহ" (অর্থাৎ একক মণি মুক্তা)।

এতদাভিত্তিতে, আয়াতের অর্থ হবে-আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মান মর্যদায় একক ও নজীর বিহীন পেয়েছেন। অতঃপর নৈকট্য স্থান দিয়েছেন। নিজ তত্ত্বধানে তাঁকে শত্রুদের মধ্যে লালন পালন করেছেন এবং তাঁকে নবুয়ত, ইস্তেফা (মনোনীত করা) ও রিসালত এর মর্যাদা দান করে ধন্য করেছেন। (খাযিন, জুমাল ও রুহুল বয়ান)।

(ছ) এবং গায়ব (অদৃশ্য) এর রহস্যাদি আপনার জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সব কিছুর জ্ঞান দান করেছেন। আপন সত্তাও গুনাবলীর পরিচয় লাভের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন।

মুফাসসীরগণ এই আয়াতের অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে খোদা প্রেমে এমন আত্মহারা পেয়েছেন যে, তিনি আপন স্বত্তা ও মর্যদা সমূহের খবর রাখতেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্বত্তা, গুনাবলী, পদমর্যদা ও উন্নত স্তর সমূহের পরিচিতি দান করেছেন।

মাসআলা-নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) সকলেই নিষ্পাপ। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে এবং নবুয়ত প্রকাশের পরে ও। নবীপাক কখনো গোমারাহ নন। আর তাঁরা আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ (একত্ব) ও তাঁর গুনাবলী সম্পর্কে সদা সর্বদা অবগত থাকেন।

তাবলীগি দেওবন্দীদের আকিদা বিনষ্টকারী মত ও পথ সম্পর্কে জানতে-

পড়ুন এবং পড়ান

তাবলীগি দেওবন্দী পরিচয়

লেখক-মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রাপ্তিস্থান-মুসলীম লাইব্রেরী, ১১ কলুটোলা স্ট্রীট, ১২১ রবীন্দ্র সরণী, কোল-৭০০০৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
(সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

বাবুল ই'তেসামে বিল কিতাবে ওয়াল সুন্নাহ– (মেশকাত শরীফ পৃঃ ২৭) ই'তেসামে এর আভিধানিক অর্থ দৃঢ় ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা। ব্যবহৃত শরীয়তে অর্থ সত্যের উপর বিশ্বাস এবং তার উপর কর্ম করাকে ইতেসাম বলে।

কেতাব অর্থে পবিত্র কোরআন এবং সান্নাত অর্থে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত হুকুম, কর্ম এবং অবস্থা যা মুসলমানদের আমলের জন্য গৃহিত। হুজুরের এ সব কর্মকে শরীয়ত বলা হয় এবং শরীয়তের হালাত তরিকত।

সুফিগণের নিকট হুজুরের পবিত্র শরীরের অবস্থা শরিয়ত, ক্বালবের অবস্থা তরিকত, রুহের অবস্থা হাকিকত, গোপনের অবস্থা মারেফাত সমস্তই সুন্নাত। স্মরণ রাখা দরকার হুজুরের জন্য যা খাস তা সুন্নাত নয় যেমন নয়জন বিবি রাখা, উটের উপর তাওয়াফ করা, মিম্বারের উপর নামাজ পড়া প্রভৃতি। যদিও তা হুজুরের পবিত্র কর্ম। কিন্তু ইহা আমদের আমলের জন্য গৃহিত নয়। প্রত্যেক সুন্নাত হাদীস কিন্তু প্রত্যেক হাদীস সুন্নাত নয়। এ জন্য এখানে সুন্নাত বলা হয়েছে হাদীস বলা হয় নাই। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "আলায়কুম বিসুন্নাতী" ইহা বলেন নাই "আলায়কুম বি হাদীসী"। আল্লাহ তায়ালারই সমস্ত প্রশাংসা যে আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সুন্নাতের আমলকারী, আহলে হাদীস নয় কেননা সমস্ত হাদীসের উপর কেউ আমল করতে পারবে না এবং কারো আহলে হাদীস হওয়াও সম্ভব নয়। স্মরণ রাখা দরকার শরীয়তের দলীল চার, কোরআন, সুন্নাত, ইজমায়ে উম্মাত এবং মুজতাহিদের কিয়াস। কিন্তু কিতাব ও সুন্নাত ওসুলের আসল এবং ইজমা কিয়াস তারপরে। যদি কোন মসলা ঐ দুই ওসুলের মধ্যে না পাওযা যায় তখন ইহার দিকে আগমন করবে। কিয়াস কোরআন ও সুন্নাতের প্রকাশ। এ জন্য এখানে কিতাব ও সুন্নাতের উল্লেখ করেছেন। ইজমা ও কিয়াসের উল্লেখ করেন নাই। খিলাফতে সিদ্দিকী ও ফারুকী উম্মতগণের ইজমা হতে সাবেত তাঁদের অস্বীকার কুফর। বজরা ও চাউলের সুদ হারাম কিন্তু ইহা কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে উল্লেখ নাই কিয়াস হতে প্রমানিত। প্রভৃতি উদাহারণ বর্তমান।

১) হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত যে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করে যা এ দ্বীনের মধ্যে নাই সে মরদুদ। (বোখারী, মুসলীম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ–নতুন সৃষ্টিকারী মরদুদ অথবা নতুন সৃষ্টি মরদুদ "আমর" অর্থে দ্বীন ইসলাম এবং "মা" অর্থে আকিদা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে ইসলামের বিরুদ্ধে আকিদা সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি মরদুদ এবং তার আকিদা ও বাতিল। এ জন্য রাওয়াফেজ, কাদিয়ানী, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলীগ জামায়াত, জামাতে ইসলামী, লা-মাজহাবী প্রভৃতি বাহাত্তর ফেরকা যাদের আকিদা ইসলামের বিরুদ্ধে বা খেলাফ তা বাতিল।

অথবা "আমর" অর্থে দ্বীন, "মা" অর্থে আমল (কর্ম), "লায়সা মিনহু" অর্থে কোরআন, হাদীসের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যে ব্যাক্তি দ্বীনের এ রকম আমল সৃষ্টি করে যা দ্বীনের অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাতে সুন্নাত উঠে যায়, ধ্বংশ হয়ে যায় উহা সৃষ্টি কারী মুরদুদ এবং সৃষ্ট আমল বাতিল। মিরকাতে আলোচিত হয়েছে "লায়সা মিনহু" হতে জানা যায় যে কর্ম কিতাব ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে নয় তা খারাপ নয়। মিরাতুল মানাজিহ ১ম খন্ড ১৪৬ পৃঃ)

২) হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–হামদ ও স্বালাতের পরে–নিশ্চয়ই সর্ব শ্রেষ্ট বানী আল্লাহর কেতাব এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা মহম্মদীয় পন্থা, সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় যা দ্বীনের মধ্যে (মনগড়া ভাবে) নতুন সৃষ্টি করা হয় এবং প্রত্যেক (বিদয়াতই) নতুন সৃষ্টিই গোমারাহী। –মুসলীম

সংক্ষিপ্ত ব্যাখা ঃ– বিদয়াত– অভিধানে বেদয়াত শব্দের অর্থ কোন মডেল বা আদর্শ ব্যতিত নতুণ ভাবে কিছু সৃষ্টি করা। শরীয়তে ইহার অর্থ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বেশালের পরে কিতাব ও সুন্নার নীতি ও আদর্শের অণুসরণ ব্যাতিত দ্বীন সম্পর্কে যা কিছু নতুন ভাবে সৃষ্টি করা হয়। এ অর্থেই হাদীসে প্রত্যেক বিদয়াত কে গোমরাহী বলা হয়েছে। কিতাব ও সুন্নার অণুসরনে যা সৃষ্টি করা হয় আভিধানিক অর্থে বিদয়াত হলেও শরীয়তের অর্থে ইহা বিদয়াত নয় এবং ইহা গোমরাহীও নয়। বরং এ রকম বিদয়াত জায়েজও আছে ওয়াজেবও আছে ফরজও আছে।

যেমন আরবী ব্যাকারণ, লোগাত,, উসুলে ফেকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রের সৃষ্টি যার উপর কোরআন হাদীস বুঝা এবং দ্বীন রক্ষা করা নির্ভর করে। (মিরকাত, আশয়াতুল লোমাত)

মিরাতুল ম,ানাজিহ ১ম খন্ড ১৪৬ পৃঃ আলোচিত হয়েছে–"মুহ্দাস" অর্থে নতুন এবং নতুন সৃষ্ট বিষয়। এখানে ঐ আকিদা বা খারাপ আমল উদ্দেশ্য যা হুজুরের ওফাতের পর দ্বীনে সৃষ্টি হবে। বিদয়াতের আভিধানিক অর্থ নতুন জিনিস। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–"বাদিউস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে....." অর্থাৎ কোন নমুনা ব্যাতিত আসমান, জমিন সৃষ্টি কারী.....।

বিদয়াতের ব্যবহৃত তিন অর্থ ঃ–১) নতুন আকিদা ইহাকে বিদয়াতে এতেকাদী বলে। ২) ঐ নতুন কর্ম যা কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধ এবং হুজুরের পরে সৃষ্ট। ৩) প্রত্যেক নতুন কর্ম যা হুজুরের পরে সৃষ্ট। প্রথম দুই অর্থে সমস্ত বিদয়াত খারাপ ইহার কোন ভাল নাই। তৃতীয় অর্থ অণুসারে কোন বিদয়াত ভাল আছে এবং কোন বিদয়াত খারাপ ও আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই হাদীসে বিদয়াতের অর্থ খারাপ আকিদা কেননা হুজুর ইহাকে গোমরাহ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট বলেছেন। আর গোমরাহী আকিদা থেকে হয় আমল হতে নয়। বে-নামাজী গোনাহগার গোমরাহ নয় কিন্তু আল্লাহকে মিথ্যবাদী বলা, হুজুরকে নিজের মত মানুষ মনে করা খারাপ আকিদা গোমরাহী। আর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলেও তা সঠিক হবে। আর তৃতীয় অর্থে নিলে এ হাদীস আম মাখসুসুল বায়াদ কেননা এ বিদয়াত দু রকম – বিদয়াতে হাসান ও বিদয়াতে সাইয়া। এখানে বিদয়াতে সাইয়া (খারাপ বিদয়াত) উদ্দেশ্য। বিদয়াতে হাসনা (ভাল বিদয়াত) এর জন্য "কিতাবুল ইলম" ঐ হাদীস "মান সান্না ফিল ইসলামে....." অর্থাৎ যে ইসলামে ভাল পদ্ধতি সৃষ্টি করে সে উত্তম সওয়াবের অধিকারী। বিদয়াতে হাসান কখনও জায়েজ, কখনও ওয়াজেব এবং কখনও ফরজ। কোন কোন ব্যক্তি অর্থ করে হুজুরের পরে যা সৃষ্ট তা সমস্ত বিদয়াত এবং প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী ইহা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক ও বিকৃত। কেননা সমস্ত দ্বীনি বিষয়, ছয় কলেমা, কোরআন শরীফের ত্রিশ পারা, হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের কিসিম ও পুস্তক, শরীয়াত তরিকাতের চার সিলসিলা, হানাফী, শাফেয়ী, কাদেরী, চিশতী, নকশেবন্দী প্রভৃতি, নামাজের নিয়ত, জাহাজের সাহায্যে হজজ যাত্রা, বর্তমান আবিস্কৃত সমস্ত বৈজ্ঞানিক যানবাহন, দ্রব্যাদি প্রভৃতি সমস্তই বিদয়াত হুজুরের পরে আবিস্কৃত হয়েছে সমস্তই হারাম হয়ে যাবে কিন্তু কেহই এ সব গুলিকে হারাম বলে না বরং ইহা জায়েজ এবং জরারী।

নবীর প্রতি সালাম

ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা, স্বালাওয়াতুল্লা আলায়কা,

প্রকাশিত হতে চলেছে

ইমামে আযম

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন

pdf By Syed Mostafa Sakib

বে-মেসাল বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

পূর্ব সংখ্যায় আলিমে গায়েব নবীর আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে এ সংখ্যায়
"হায়াতুন নবী" সমন্ধে আলোচিত হয়েছে।)

হায়াতুন নবী ঃ– আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই একমাত্র উপাস্য। চির জীবন্ত, চিরস্থায়ী অক্ষয় অব্যয় লা শরীক, মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। তাঁর মহান অদ্বিতীয় সর্বপ্রথম সৃষ্টি মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এই মহান সৃষ্টির কোন তুলনা নাই, তিনি জীবন্ত, চির স্থায়ী, বিশ্ব সৃষ্টির মূল, রহমত। তাঁরই কারণে দুনিয়া, তাঁরই জন্য আখেরাত। তাঁর উপর বর্ষিত হউক আল্লাহর হাজার রহমত।

চির জীবন্ত, চিরস্থায়ী আল্লাহ করেছেন সৃষ্টি তাঁর দোস্ত নবীকে জীবন্ত করে, বিশ্বের রহমত করে। পাক কোরআন ও পবিত্র হাদীসে ইহার প্রমান বিদ্যমান। বিশ্বনবী স্বশরীরে জীবন্ত।

পবিত্র কোরআনের আলোকে সূরা ইম্বিয়া, আয়াত ১০৭

"এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য।"

উক্ত আয়াতের তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান বর্ণনা করেছেন–বিশ্ব জগৎ বলতে যেই হোক না কেন, জিন হোক অথবা মানব, মুমিন হোক অথবা কাফের।

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন. "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রহমত হওয়া ব্যাপক ঈমানদার দের জন্য ও এবং তার জন্যও, যে ঈমান আনেনি। মুমিনদের জন্যতো দুনিয়া ও আখেরাত–উভয় জগতের জন্য রহমত। আর ঈমান আনেনি তার জন্য তিনি দুনিয়ার মধ্যে রহমত।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যখ্যায় শীর্ষ স্থানীয় মুফাসসীর গণের এ অভিমত উদ্ভুত করেন যে আয়াতের অর্থ হবে–"আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রহমত (কল্যাণ) করে যা ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ; যা সমস্ত শর্তযুক্তকে পরিবেষ্টনকারী অদৃশ্য রহমত এবং জ্ঞানগত, চাক্ষুষ অস্তিত্বগত ও উপস্থিতিগত স্বাক্ষ্য আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (করুনা) ইত্যাদি। সমগ্র জাহানের জন্যই–চাই রুহজগৎ হোক কিম্বা শরীর জগৎ, বিবেকবান হোক কিম্বা জড় পদার্থ। আর যিনি সমস্ত জগতের রহমত হন তিনি অনিবার্য ভাবে সমগ্র জাহান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

হযরত আল্লামা সাইয়েদ আসুসী বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "তাফসীরে রুহুল মায়ানী" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্য সৃষ্টি জগতের এ জন্য রহমত যে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ পাকের দয়া লাভের তিনিই একমাত্র মাধ্যম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা এই জন্য যে সমগ্র সৃষ্টির প্রথমে তাঁর নুরকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেননা হাদীস পাকে উল্লেখ আছে–"হে জাবের আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় হাদীসে উল্লিখিত আছে–আল্লাহ তায়ালা দাতা এবং আমি বণ্টনকারী।"

নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির প্রত্যেকের জন্য রহমত, ফেরেস্তা, মানুষ, জিন সকলের জন্য।

দেওবন্দী মাওলানা কাসেম নানুতুবী তার "আবে হায়াত" পুস্তকের ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত ফায়েজ বরকত লাভের 'ওসিলা এবং সমগ্র সৃষ্টির স্থায়ীত্বের একমাত্র মাধ্যম। অর্থাৎ মূল যেমন গাছের ডালপালা, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল, জীবিত রাখার মাধ্যম ঐ রকমই তিনি সমগ্র সৃষ্টির আসল। ইহা কি সম্ভব যে মূল শুকিয়ে যাবে , মরে যাবে আর গাছ জীবিত থাকবে ? যখন ইহা সম্ভব নয় তবে কেমন করে সম্ভব হবে যে পবিত্র সত্বা যিনি সমগ্র সৃষ্টির রহমত, মূল, তিনি মারা যাবেন আর জগৎ জীবিত থাকবে ? সুতরাং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব রহমত সর্বদা সব সময় জিন্দা এবং সমগ্র জগৎ জীবিত থাকার তিনিই একমাত্র মাধ্যম।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী আহমদ খাঁ নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "শানে হাবিবুর রহমান" পুস্তকে লিখেছেন– এ আয়াতের বিষয়টিকে চার ভাগে আলোচনা করতে হবে– প্রথমতঃ–এ রহমত কে ? দ্বিতীয়তঃ–কার জন্য রহমত ? তৃতীয়তঃ–কখন হতে তিনি রহমত ? চতুর্থতঃ–কখন পর্যন্ত তিনি রহমত ? "ওমা আরসালনাকা" অর্থাৎ সারা বিশ্ব জগতের একমাত্র আপনি (অর্থাৎ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) রহমাত। ইহা তাঁর বৈশিষ্ঠ।

২) কার জন্য বা কতটুকুর জন্য তিনি রহমত ? ইহার উত্তর "লিল আলামিন" এর মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ "রাব্বুল আলামিন" আর নবীপাক "রহমাতুল্লিল আলামিন" অর্থাৎ যতটুকুর জন্য যার জন্য আল্লাহ রব (লালনপালনকারী) ততটুকুর জন্য তারই জন্য তাঁর পিয়ারা মাহবুব রহমত (দয়া) অর্থাৎ এভাবে বলা যায় আল্লাহ তায়ালার রবুবিয়াতের ফয়েজ যে লাভ করেছে তা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলাতেই লাভ করেছে।

৩) কখন হতে তিনি রহমত ইহাও "আল আমিন" শব্দটি বর্ণনা করে দিয়েছে। অর্থাৎ যখন হতে আলম (সৃষ্টি জগত) তখন হতেই প্রিয় নবী রহমত। যখন হতে খোদার খোদায়ী প্রকাশ তখন হতেই রহমাতুল্লিল আলামিন এর রহমতের সূচনা।

৪) কখন পর্যন্ত তিনি রহমত ইহার উত্তর ও আলামিন শব্দেই প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্ঠার সৃষ্টি জগৎ যতদিন থাকবে রহমাতুল্লিল আলামিন এর রহমত ততদিন বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ নশ্বর জগতে তিনি রহমত, কিয়ামতে, মিজানে, হাউজে কাউসারে, জান্নাতে, গুনাহগার উম্মাতের জন্য জাহান্নামে বস্তুতঃ সর্বত্রই তাঁর রহমত ব্যাপৃত। আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলায়হির রহমা তাই বলেন–

ও যো না থে তো কুছ না থা
ও যো না হো তো কুছ না হো
জান হ্যায় ওহ্ জাহাঁ কি
জান হ্যায় তো জাহাঁ হ্যায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবিবকে বিশ্বের রহমত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বিশ্বের রহমত। বিশ্ব কায়েম দায়েম থাকতে মূলেরই অর্থাৎ রহমতের মুখাপেক্ষী। সুতরাং বিশ্ব নবী বিশ্ব রহমত জীবিত স্বশরীরে জিন্দা।

২) পবিত্র কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৪,
"এবং যারা আল্লাহ পথে নিহত হয় তাঁদের মৃত বলো না, তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না"।

৩) সূরা ইমরান, আয়াত ১৬৯ ।
"এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে কখনও তাদের মৃত বলে ধারণা করো না বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত এবং রুজি প্রাপ্ত হয়ে থাকে"।

উক্ত আয়াত দুটি থেকে পরিস্কার ভাবে ইহা প্রমানিত হয় যে শহীদগণ যারা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা জীবিত। তাঁদের কে মৃত বলা বা মৃত বলে ধারণা করা নিষেধ। তাঁদের এ চির স্থায়ী জীবনের অবস্থা আমাদের সাধারন জ্ঞানের বাইরে। পবিত্র কোরআনের অকাট্য দলীল হতে প্রমানিত তাঁরা জীবিত, খাদ্য গ্রহন করে থাকেন এবং আল্লাহ তায়ালার দয়ায় খুশি পালন করে থাকেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন। "শহীদগণকে মৃত বলা গুনাহ যেমন দুই খোদা বলা কুফর সে রকমই এই আয়তদ্বয়কে অস্বীকার করে শহীদগনকে মৃত বলা কুফর" (তফসীরে নয়িমী উক্ত আয়াত)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পীর মহম্মদ করম শাহ আজহারী তাঁর তাফসীরে "জিয়াউল কোরআন" এ তাফসীরে রুহুল ময়ানী হতেউদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন–"সালফে সালেহীন গণের ইহাই মত যে শহীদগণের জীবন আত্মীক ও শারীরিক দুই রকমেরই হয়। তাফসীরে মাজহারীর বর্ণনায়–আল্লাহ তায়ালা তাঁদের আত্মাকে শারীরিক শক্তি দান করেন। তাঁরা পৃথিবী, আকাশ, বেহেস্ত, যেখানে ইচ্ছা গমনাগমন করতে পারেন। নিজ বন্ধুগণকে সাহায্য এবং দুষমন গণকে আল্লাহ তায়ালার দয়ায় ধ্বংস করেন।

যখন শহীদগনের জীবনের এই অবস্থা তখন নবীগণের ও সিদ্দিকগণের যাঁরা মর্যদায় সম্মানে ইজ্জতে শহীদগনের অপেক্ষা বহু উচ্চে মর্যাদাশীল তাঁদের জীবন সমন্ধে কিভাবে সন্দেহ হতে পারে ? তাঁদের অনন্ত জীবন ও জীবিত থাকার জন্য মাটির দেহ ও সহীহ সালামতে থাকে। মাটি পানি তাঁদের শরীরে কোন ক্ষতি করে না। হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন–ওহুদের যুদ্ধের ৪৬ বৎসর পর হযরত আমর বিন জামুহ ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের পবিত্র দেহ বন্যার কারণে বের হয়ে পড়ে তখন তাঁদের পবিত্র দেহকে দেখা যায় তরুতাজা সতেজ, মনে হচ্ছে কালকেই তাঁদের দাফন করা হয়েছে। (মুয়াত্তা)

এই বিংশ শতাব্দীর ঘটনা যখন ইরাকের দোজালা নদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের এবং অন্যান্য শহীদগণের (রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুম) কবরের খুব নিকটে পৌছে গিয়েছিল। ইরাক সরকার এই শহীগণের পবিত্র দেহকে হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাজারের নিকট সালামতে রাখার জন্য খোদায় করে আনলেন তখন হাজার হাজার মানুষ দর্শন করলেন যে ১৩০০ বৎসর পরেও শহীদগণের পবিত্র দেহ সহীহ সালামতে তাজা আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী "আনবাউল আজকিয়া ফি হায়াতিল আম্বিয়া" পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন–বায়হাকী দালায়েলুল নবুয়তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন–আমি নয়বার কসম খেয়ে বলছি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিহত করা হয়েছে।

উপরের আলোচনা এবং হযরত আদূর্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হতে প্রমানিত হয় যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম "যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত" এ মর্যাদায় তিনি শহীদ। আর শহীদ গণ পবিত্র কোরআন অনুসারে চির জীবিত। সুতরাং (নাসে কাত্বয়ী) প্রকাশ্য অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমানিত তিনি জিন্দা (জীবিত)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর খাস নিয়ামত চার দলের প্রতি প্রদান করেছেন, নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ, সালেহীনগণ এবং প্রত্যেক নিয়ামতের আসল (মূল) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্বত্তা। নবুয়ত, সিদ্দিকী, সালেহীন চরিত্র নবী পাকের স্বত্তার মধ্যে পাওয়া যার ক্বতয়ী দলিল হতে প্রমানিত। এখন যদি শাহাদতের মর্যাদা পবিত্র দলিল অনুসারে নবীপাককে গন্য না করা হয় তবে তাঁর জাত পূর্ণ শাহাদতী গুন হতে বঞ্চিত যা হুজুর পাকের রাহমাতুল্লিল আলামিন হওয়া এবং সমস্ত পূর্ণ আল্লাহর নিয়ামত লাভে তাঁকে অস্বীকার করা হয় যা দলিল অণুসারে মরদু। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার্য বিষয় যে নবুয়ত, সিদ্দিকী, সালেহীনই সেফাতের মত শাহাদাতী সেফাত (গুন) হুজুর পাকের পবিত্র স্বত্তার মধ্যে বিরাজমান।

(আসসায়িদ, হায়াতুন নবী, পৃঃ ১২)

তাফসীরে মাজহারী ১ম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠায় আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপাত্তী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–নবীগণের জীবন শহীদগনের জীবন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ইহা এই পর্যন্ত যে নবীগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের পবিত্রা বিবিদের বিবাহ করা জায়েজ নয় কিন্তু শহীদগনের বিবিদের বিবাহ করা জাযেজ। এ রকমই সিদ্দিকগণের জীবন ও শহীদগনের জীবন অপেক্ষা মর্যাদাশীল। কিন্তু সালেহীনগণ অর্থাৎ আওলিয়াগনের জীবন অপেক্ষা শহীদগনের জীবন মর্যাদাশীল। আল্লাহ পাকের বানী এরূপেই বর্ণিত–"মিনান নবীয়িনা ওয়া সিদ্দিকিনা ওয়াশ শোহদায়ে ওয়াস সালেহীন" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দিয়েছেন নবীগণ, শহীদগন, সিদ্দিকগণকে এবং সালেহীনগণদের উপর। মর্যাদা নিয়ামত লাভের ইহাই তরতীবা ক্রম।

ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "আলহাবী শিল ফাতাওয়া" দ্বিতীয় খন্ড ৩৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–জীবিত থাকাতে নবীগনের মর্যাদা শহীদগণের মর্যাদা অপেক্ষা বহু উচ্চের এবং শ্রেষ্ঠ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে নবুয়ত ও শাহাদত দুই গুনে গুনান্বীত করেছেন। বলেছেন আম্বিয়াগণ ও উক্ত আয়াতের শব্দের মধ্যে দাখিল।

আল্লামা ইমাম কাসতালানী শারেহ বোখারী বলেছেন (জুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৫ম খন্ড ৩৩৩ পৃঃ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্বত্তার এক গুন। তিনি তাঁর কবরে জিন্দা আছেন, আজান ইকামতের সাথে নামাজ পড়তেছেন এবং অবসথা সমস্ত নবীগণের। এই জন্যই যে তাদের পবিত্রা বিবিগনের ইদ্দত নাই (কেননা নবীগণ জিন্দা)ইহাই অবস্থা নবীগণ হজও করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা ইমাম সামহুরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "ওফাউল ওফা" পুস্তকের ২য় খন্ড ১৩৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওযা সাল্লাম নিঃসন্দেহে ইন্তেকালের পরও জিন্দা আছেন এরকমই সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ কবরে জিন্দা। তাঁদের জীবন শহীদগণের জীবন অপেক্ষা অধিক পূর্ণ যার খবর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজ কালামে দিয়েছেন। আমাদের নবী সমস্ত শহীদগণের সর্দার, সমস্ত শহীদগনের আমল তাঁরই মিজানে । নিঃসন্দেহে পবিত্র ফরমান–আমার জ্ঞান আমার ওফাতের পরে এরকম যেমন আমার জ্ঞান আমার এ জীবনে।

শায়েখ হযরত আল্লামা শাহ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন–নবীগণের জীবন শহীদগণের জীবন অপেক্ষা পূর্ণ ও মর্যাদাশীল । (মাদারেজুন নবুয়ত) (হায়াতুন নবী হতে) ।

আগামী সংখ্যায়

"এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"

–আল–কোরআন

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ"

আল–হাদীস

"যে কোরআন শিক্ষা করল এবং অপরকে শিক্ষা দিল সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

–আল–হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফতাওয়া বিভাগ

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
ও মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ–(১) আমার সালাম নিবেন, আমার প্রশ্ন এই যে ২৯শে শাবান যদি চাঁদ দেখা না যায় অথবা কোন শাহাদত যদি না পাওয়া যায় তবে ৩০শে শাবান কোন সংবাদ যেমন রেডিও, টিভির সংবাদে রোজা রাখা কি শরীয়তে জায়েজ ? আরবী মাসের কোন কোন চাঁদ দেখা জরুরী ? আশা করি শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহার উত্তর দিবেন।

ইতি ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, রেজবী লাইব্রেরী, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ–১)আজ যদি মুসলমান দ্বীনকে মানত, মাজহাবকে মানত, আকিদা সম্পর্কে অবগত হত, মাসলা-মাসায়েল যদি জানত, দ্বীনি শিক্ষায় আগ্রহ থাকত, আমল করার বাসনা থাকত, তবে ইসলামিক মাদ্রাসা গুলোকে উন্নত করত। উলামায়ে হকদের নিকট বেশী যাতায়াত করত। তবে তাদের মধ্যে কোন নতুন মাজহাব সৃষ্টি হত না আলেম উলামা বা ওলি আওলিয়াগনের বিরোদীতার ক্ষমতা হত, অথবা পাশ্চাত্যে শিক্ষার কারনে বেপরওয়া হয়ে দ্বীনের মসলা মাসায়েলে নিজ মতকে প্রবেশ করাত এবং জায়েজকে না জায়েজ আর হারামকে হালাল মনে করত। বর্তমান সময় যে ধর্ম স্বাধীন মনোবৃত্তি এবং অনিহা প্রসার লাভ করেছে এবং প্রত্যেক জায়গায় দলবাজী ও দ্বিমতের যে বন্যা দেখা যাচ্ছে এ সমস্ত দ্বীন ধর্ম হতে অনভিজ্ঞতার কারণ। ইহা এক সাধারণ বালা। ধর্মের বিধানকে না নিজে জানে না ধর্মীয় জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে, যা নিজের অসম্পূর্ণ ধ্যান ধারণায় আসে ইহাকেই শরীয়তের হুকুম ও দ্বীনের মসলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে নেয়। ইহার মধ্যে একটি বিষয় চাঁদের মসলা। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন, প্রত্যেকের ই নতুন নতুন সৃষ্টি। বিশেষ ভাবে ঈদের চাঁদ। যে সে ব্যক্তি নিজেকে দ্বীনের মুফতী এবং শরীয়তের কাজী বরে মনে করে। অগ্রহণ যোগ্য ও ভিত্তিহীন খবরের দ্বারা চাঁদ দেখা প্রচার করে দেয়। কেবল তাদের অজ্ঞানতায় নয় বরং সাহস এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে চাঁদ দেখা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ মন গড়া কিছু নিয়মাবলী তৈরী করে নিয়েছে যার অস্তিত্ব ধর্মের মধ্যে নাই। এ দিকে পাশ্চাত্যে সৃষ্টি প্রেমিক কিছু মানুষ তার, টেলিফোন, লাউডস্পিকার, রেডিও, টেলিভিশন, প্রভৃতির সংবাদে চাঁদ দেখাকে মান্য করছে যার সংবাদ শরীয়তে অগ্রহণযোগ্য ও ভিত্তিহীন।

বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৫৬ পৃঃ, মুসরীম শরীফ ১ম খন্ড ৩৪৭ পৃঃ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত যে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ রোজা রাখবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ইফতার (অর্থাৎ ঈদের নামাজ পড়বে না) করবে না। যদি মেঘ অথবা অপরিস্কার আকাশ হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় হাদীসে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–আরবী মাস কখনও ২৯ দিন হয় সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ না দেখবে রোজা রাখবে না। যদি আকাশ তোমাদের সামনে অপরিস্কার অথবা মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও।

উক্ত হাদীসের ব্যাখায় শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী বলেন যে শরীয়তে জ্যোতিষীগণের কথা গ্রহণ যোগ্য নয়। ইহাদের উপর ভরসা করা যাবে না। রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, সালফে সালেহীন কেউ ইহাদের কথার উপর ভরসা করেন নাই বা আমল করেন নাই এবং ইহা গ্রহণ যোগ্য নয়।

বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৫৬ পৃঃ, মুসরীম শরীফ ১ম খন্ড ৩৪৭ পৃঃ হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–চাঁদ দেখে রোজা রাখা আরম্ভ করো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (অর্থাৎ ঈদের নামাজ পড়ো)। যদি আকাশ অপরিস্কার থাকে তবে শাবান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও।

মসলা ঃ– পাঁচ মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজেবে কেফায়া ঃ– ১) শাবান ২) রমজান ৩) শাওয়াল ৪) জিকাদাহ ৫) জিলহজ্জ।

শাবান মাসের চাঁদ এই জন্য দেখতে হয় যদি রমজানের চাঁদ দেখার সময় আকাশ অপরিস্কার থাকে তবে শাবান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিয়ে রমজান শুরু করবে। রমজানের রোজা রাখার জন্য এবং শাওয়ালের ঈদ করার জন্য রমজান ও শাওয়ালের চাঁদ দেখা জরুরী। আর জিকাদাহ জিলহজ্জের জন্য এবং জিলহজ্জ চাঁদ দেখতে হবে বকরাঈদের নামাজ আদায় করার জন্য। শাবান মাসের ২৯ তারিখ সন্ধ্যার সময় চাঁদ দেখবে যদি দেখতে পাওয়া যায় তবে রোজা শুরু করবে নাহলে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে রমজান মাস শুরু করবে।

মসলা ঃ–চাঁদ প্রমানিতহওযার কয়েকটি অবস্থা ঃ–

১। ২৯শে শাবান যদি আকাশ পরিস্কার না হয় তবে একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলমান পুরুষঅথবা একজন মহিলার শাহাদত দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হবে। যদি আকাশ পরিস্কার হয় তবে একজন ন্যায় পরায়ন পরহেজগার ব্যক্তি খোলা জায়গায় বা উচু জায়গায় দেখা যথেষ্ট না হলে এক বিরাট জামায়াত চাঁদ দেখার বর্ণনা করলে (নিজ চোখে) চাঁদ প্রমাণিত হবে। আর বাকী এগারো মাসের চাঁদ দেখার জন্য আকাশ অপরিস্কার থাকলে দুই জন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির শাহাদত জরুরী। আকাশ পরিস্কার থাকলে তবে বিরাট জামায়াত দেখার বর্ণনা করা দরকার।

২) শাহাদত আলাশ শাহাদত– স্বাক্ষীগণ নিজে চাঁদ দেখে নাই বরং যারা চাঁদ দেখেছে তারা তাদের সামনে স্বাক্ষী দিয়েছে এবং তারা তাদের স্বাক্ষীর উপর স্বাক্ষ্য করল তখন তারা স্বাক্ষ্য দিলে চাঁদ প্রমাণিত হবে। ইহা এই অবস্থায় যখন স্বাক্ষ্য দাতা উপস্থিত হতে অপরাগ হবে।

৩) শাহাদত আলাল কাজা–অন্য কোন শহরে শরীয়তের কাজী অথবা মুফতীর সামনে চাঁদ হওয়ার স্বাক্ষ্য দিল এবং তিনি চাঁদ হওয়ার নির্দেশ জারী করলেন ঐ স্বাক্ষী নেবার এবং হুকুম দেওয়ার সময় ন্যায় পরায়ন স্বাক্ষী দারুল কাজাতে উপস্থিত ছিল তারা নিজ শহরে এসে মুফতীর সামনে উক্ত বিষয়ের পূর্ণ স্বাক্ষ্য দিলে চাঁদ প্রমানিত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪) কোন ইসলামী শহরে যদি কোন মুফতীর উপর সর্বশ্রেণীর মানুষ নির্ভর করে এবং তার কথাতেই যদি ঈদ বা বকরাঈদ পালিত হয়ে থাকে সেই জায়গায় একাধিক জামায়াত আসার পর যদি চাঁদের একই রকম সংবাদ দেয় তবে এই ভাবে ও চাঁদের প্রমাণিত হয়। কিন্তু কেবল মাত্র বাজারী গুজবে চাঁদ প্রমাণিত হবে না। আর সংবাদ দাতার কোন ঠিকানা থাকল না এবং জিজ্ঞাসা করলে বলে যে শুনেছি অথবা মানুষ বলছে এ ধরণের সংবাদে চাঁদ প্রমাণিত হবে না।

মসলা ঃ–যে ব্যক্তি Astrolozi (গণনা বিদ্যা) জানে এবং সে তার উক্ত জ্ঞানের দ্বারা যদি বলে চাঁদ হয়েছে অথবা হয় না্ই ইহা গ্রহণ যোগ্য নহে।

পঞ্জিকা ঃ–পঞ্জিকা দ্বারা চাঁদ কখনই প্রমাণিত হবে না। অর্থাৎ পঞ্জিকাতে লেখা আছে অমুক মাস ২৯ অথবা ৩০ হবে আমাদের ইমামগণ বলেন কোন জ্যোতিষীর গণনার দ্বারা চাঁদ শরীয়তে প্রমাণিত হবে না। ইহার উপর আমল করাও যাবে না।

রাদ্দুল মুহতারে ৯৪ পৃষ্ঠায় বর্নিত আছে যে সঠিক মাজহাব অনুযায়ী জ্যোর্তিবিদদের কথা গ্রহণ যোগ্য নয় যদিও সে ন্যায় পরায়ন হয়। জ্যোর্তিবিদগণ গণনা করে আনুমানিক পঞ্জিকা তৈরী করে কোন মাস ২৯ বা ৩০ হবে ইহা চাঁদ না দেখে নিদৃষ্ট করা যাবে না।

সংবাদ ঃ–খবরের কাগজে কোন মাস ২৯ হিসাবে লিখে অথবা লিখে যে অমুক শহরে এ মাস ২৯শে হয়েছে তবে এই সংবাদ ভিত্তিহীন।

চিঠিপত্র ঃ–কোন শহর হতে চিঠি আসল যে এ মাস ২৯শে চাঁদ দেখা গেছে যদি লেখকের লেখা জানতে পারা যায় তবুও ফোকাহে কেরামগণ বলেন ইহা শরীয়তে গ্রহণ যোগ্য নয়।

হেদায়াতে লেখা আছে এক লেখা অন্য লেখার মত হয়ে যায় সুতরাং ইহা গ্রহণ যোগ্য নয়।

আল এশবাহ্ ওয়ান নাজায়ির মায়া শারাহ হুমুমী কাণ্ডরী ৩০৫ পৃষ্ঠা লেখা আছ যে চিঠির উপর ভরসা করা যাবে না বা আমল করা যাবে না।

টেলিফোন, মেবাইল ঃ– টেলিফোনে ও মোবাইলে কথা বলা ব্যাক্তি অপরিচিত ও অদৃশ্য যদিও সে নিজের নাম ঠিকানা বলে শরীয়তে ইহার কোন প্রমাণ নাই যে আসলে প্রকৃত ঐ ব্যক্তি না অন্য কোন ব্যক্তি কেননা একজনের আওয়াজ অন্য জনের সাথে মিলে যায়। এই জন্য শরীয়তে ইহা গ্রহণ যোগ্য নয়। হেদায়াতে লেখা আছে যদি পর্দার আড়াল হতে কোন ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দেয় তা গ্রহণ যোগ্য নয়।

রেডিও ঃ– রেডিও টেলিফোনের মতই বক্তা অদৃশ্য ও অপরিচিত যদি নিজ ঠিকানার পরিচয় দেয় তোমার নিকট কি প্রমাণ আছে যে প্রকৃতই সে ব্যক্তি তোমার পরিচিত। টেলিফোনের চাইতেও ইহা নিম্নে কেননা টেলিফোনে তাকে বিভিন্ন ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন সুযোগ নাই। আর ইহতো খবর। খবর সত্যও হয় আবার মিথ্যাও হয়। রেডিও সেন্টারে অনেক সময় বিধর্মীও সংবাদ পাঠ করে। তার সংবাদে ঈদ বা রোজা কি ভাবে পালন করা যাবে ?

টেলিভিশন ঃ– টেলিভিশন এক নতুন আকিস্কৃত যন্ত্র যাতে ছবি দেখা যায়। ইহাতে সংবাদ পাঠ করা হয়। কিন্তু ইহাতে স্বাক্ষী নেওয়া হয় না বা দেওয়া হয় না। সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই। চাঁদ এই সংবাদে প্রমাণিত হয় না বরং ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির শাহাদতে প্রমাণিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রেডিও টেলিভিশনের সংবাদের ভিত্তিতে কোর্ট কাছারিতে কোন কেসের ফায়সালা হয় না বরং স্বাক্ষীগণের-কোর্টে উপস্থিত হওয়া জরুরী। কোর্টে যদি গ্রহণ যোগ্য না হয় তবে শরীয়তে কেমন করে গ্রহণযোগ্য হবে।

ধারণা ঃ–সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহা প্রচলিত যে যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায় তবে ত্রিশ তারিখে চাঁদ একটু বড় দেখল বা চাঁদ দীর্ঘ সময় আকাশে থ্কল তারা বিশ্বাস সহকারে বলে এই চাঁদ গতকালকের এ সমস্ত ভিত্তিহীন ধারণা শরীয়তে কোন স্থান নাই।

মেশকাত শরীফ ১৭৫ পৃষ্ঠায় বর্নিত হাদীস আবুল বাখতারী তাবী হতে বর্নিত যে বাতনে নাখলাতে অবর্তীণের পর তারা চাঁদ দেখলেন তখন কেউ বললেন তিন রাতের চাঁদ কেউ বললেন দুই রাতের চাঁদ তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাতে ইহা আলোচিত হল তখন তিনি বললেন যে কোন রাত্রে চাঁদ দেখেছো। তাঁরা বললেন অমুক রাত্রে। তিনি বললেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তায়ালা চাঁদ দেখাকে মাসের শেষ মদ্দত হিসাবে গন্য করেছেন।

এই হাদীস হতে প্রমাণিত হয় চাঁদ বড় হওয়া বা দেড়গুন হওয়া বা চাঁদ দেখে গতকারের চাঁদ ধারণা করা শরীয়তে ভিত্তিহীন। অথবা এ ধারণা করা যে পর পর দুই মাস বা তিন মাস ২৯শে হয়েছে সুতরাং এই মাস ৩০শে হবে অথবা দুই মাস ত্রিশে হয়েছে এই মাস ২৯শে হবে এই ধারণা শরীয়তে গ্রহণ যোগ্য নয়। এ মনগড়া নিয়ম ইহার শরীয়তে কোন দরিল নাই।

* যদি ২৯শে শাবান চাঁদ দেখা না যায় অথবা শরয়ী শাহাদত না পাওয়া যায় তবে ৩০ দিন পূর্ণ করে নিতে হবে। ৩০শে শাবান না রোজা রাখা যাবে না সে রাত্রে তারাবিহ নামাজ পড়া যাবে। রেডিও সংবাদের ভিত্তিতে রোজা বা তারাবিহ আদায় করা ভুল এবং শরীয়ত বিরোধী।

* ৩০শে শাবানের দিনকে ইয়াওমে শাক বলা হয়। এই দিনে সাধারণের নফল রোজা রাখা মাকরুহ । আর চাঁদ না দেখে এই দিনে রমজানের রোজা রাখা মাকরুহ ও নিষেধ। যদি এ নিয়তে রাখে যে যদি চাঁদ হয় তবে রমজানের হবে অথবা ইহা নফল হবে এই নিয়তে রাখা গোনাহ ও মাকরুহ তাহরিমী।

প্রশ্ন ঃ–যারা ২৯শে শাবান রেডিওর সংবাদে ৩০শে শাবান রোজা রাখে নাই তা তারাবীহ পড়ে নাই তারা কি ভুল করেছে ?

উত্তর ঃ–যারা রেডিওর সংবাদকে ভিত্তিহীন মনে করে ৩০শে শাবান রোজা রাখে নাই বা তারাবীহ নামাজ পড়ে নাই তাদের কর্ম শরীয়ত মোতাবেক হয়েছে তারা ভুল করে নাই।

প্রশ্ন ঃ–বর্তমান সময়ে যে সব নতুন সৃষ্টি রেডিও, তার, টেলিফোন, মোবাইল, টেলিভিশন প্রভৃতি যন্ত্রগুলি সংবাদ পৌঁছানোর জন্য তৈরী হয়েছে ইহাকে না মানা অন্ধ সাজা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা নিজেকে ১০০ বছর পিছিয়ে যাওয়ার সমতুল্য করা।

উত্তর ঃ–উপরে আলোচনা হতে দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হযেছে ঈদ, বকরাঈদের বা রোজার চাঁদ দেখার জন্য ন্যায়পরায়ন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রয়োজন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেননা উল্লিখিত যন্ত্রগুলি খবর পৌঁছানোর জন্য শাহাদত বা স্বাক্ষীর জন্য নয়। উল্লিখিত যন্ত্রগুলি যারা সৃষ্টি করেছে তারা ও কখনও ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা সমূহে স্বাক্ষী হিসাবে এর সংবাদকে আজও গ্রহণ করে নাই।

এই রূপ আধুনিক ধ্যান ধারণা পোষনকারীদের প্রতি অনুরোধ যে প্রথমে তারা এ নির্দেশ কোর্টের বিচারপতিদের করান। আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাধারণের বহু সুযোগ সুবিধা হয়েছে ইহার দ্বারা উপকার না নেওয়া সেই অন্ধত্বের যুগে বাস করা নিজেকে ১০০ বৎসর পিছনে ফেলে দেওয়ার সামিল। এ জন্য আপনাদের উচিৎ যে কোর্টে স্বাক্ষীদের উপস্থিত না করে নিজ বাড়ি বা যেখান হতে তার ইচ্ছা সেখান হতেই ফোন করে নিজ স্বাক্ষী দিয়ে দিবে অথবা টেলিভেশন রেডিওতে গিয়ে প্রচার করে দেবে। ইহাতে বাদী বিবাদী অযথা খরচের ঝামেলা হতে বেঁচে যাবে। মানুষেরও সুবিধা হবে। যদি কোর্টেও ইহা প্রচলন করতে না পারেন তবে আগামী ভোটে ইহা প্রচলন করার ব্যবস্থা করুন ভোটারদের বুথে যাওযা কোন দরকার নাই প্রত্যেক ভোটার নিজ সুবিধা জনক স্থান থেকে মোবাইলে ভোট দেবে অথবা রেডিওতে গিয়ে প্রচার করে দেবে। বলবে যে অমুক ব্যক্তিকে আমি ভোট দিযে দিলাম। ইহার ব্যবহারে কোর্ট কাছারী ইলেকশন কমিশন ইহার স্বাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করে নিবে তখন উলামায়ে কেরামদের নির্দেশ করো তাদের অন্ধ সাজা হতে বাঁচিয়ে রেখ।

আফশোসের বিষয় পার্থিব সংবিধানকে এক ইঞ্চি কম বেশী করতে ক্ষমতা রাখে না বা করে না প্রত্যেক কথায় হ্যাঁ হুজুর বলার জন্য প্রস্তুত কিন্তু শরীয়তের মসলাতে কোমর বেঁধে প্রবেশ করার অপচেষ্টা ? নিজেরই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে আর আলেমদেরকে বলে বিজ্ঞান মানে না ? আমরা বিজ্ঞান মানি তবে সে বিজ্ঞান শরীয়ত মোতাবেক নয় তাকে আমরা মান্য করি না। আমাদের ঈমান কোরআন হাদীসের উপর। যেহেতু কোর্ট কাছারীতে স্বাক্ষীর জন্য ইহা গ্রহণ যোগ্য নয় স্বাক্ষীকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে হাকিমের সমমুখে স্বাক্ষী দেতে হয় ঐ রকমই চাঁদ দেখার জন্য স্বাক্ষীকে মুফতী বা কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষী দিয়ে চাঁদ প্রমাণ করতে হবে।

'মসলা ঃ–যদি দিল্লি, বোম্বেতে, ২৯ তারিখে চাঁদ দেখতে পায় বা শাহাদতে তাদের নিকট চাঁদ প্রমানিত হয় তবে তারা রোজা বা ঈদ পালন করতে পারে। কিন্তু তাদের এ সংবাদ পশ্চিম বাংলায় রেডিও, টেলিভিশন বা ফোনের মাধ্যমে প্রচারিত হয় আর শারয়ী শাহাদাত না পাওয়া যায় তবে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে রোজা রাখবে বা ঈদ পালন করবে।

মসলা ঃ–আরবী চাঁদের মাস ২৮ বা ৩১ হয় না ২৯ অথবা ৩০ তারিখ হয়। চাঁদ ২৯ তারিখই দেখতে হবে ৩০ তারিখ দেখার প্রয়োজন হয় না যদিও আকাশ ১০ দিন মেঘে ঢাকা থাকে। মাস ২৯ বা ৩০ তারিখ হউক তাতে সওয়াবের কোন কমবেশী হয় না পূর্ণ এক মাসের সওয়াব পাওয়া যাবে।

(ফাতাওয়ায়ে আজমালীয়া ২য় খন্ড, ফাতাওয়ায়ে মালেকুল উলামা,
বাহারে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস)

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী কাদেরী

(ইমাম আহমদ রেজা বেরলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ধারাবাহিক জীবনী)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

রদ্দে ওহাবীয়াত

ওহাবী মতবাদের গুরু মৌলবী ইসমাইল দেহলবী হিন্দুস্থানের দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করে এবং ওহাবী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১২৪০ হিজরীতে তাকবিয়াতুল ইমান নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করে। এই পুস্তকে আম্বিয়া ও আওলিয়াগনের শানে চরম বেয়াদবী ও অসম্মান সূচক বাক্য লিপিবদ্ধ করে। সে তার ওহাবী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাহানায় পাঞ্জাব প্রদেশে গমন করে। পাঞ্জাবের দূবরানী পাঠানগণ তার ওহাবী মতবাদ প্রচার করার জন্য ২৪শে জিলহজ্জ ১২৪৬ হিজরীতে দিনের বেলায় বালাকোট নামক স্থানে তাকে হত্যা করে এবং তার লাসকে গায়েব করে দেয়। আজও তার কবরের চিহ্ন ওহাবীগন প্রমান করতে পারে না।

ইসমাইল দেহলবীর মৃত্যুর পর তার ওহাবী মতবাদ মৌলবী কাসেম নানুতুবী, মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলবী ইয়াকুব নানুতুবী, মৌলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী, মোলবী ইলিয়াস কন্দলবী তার এজেন্ট হয়ে প্রচার করতে থাকে।

চতূর্দশ হিজরীর শুরুতে এই দেওবন্দীরা লুকিয়ে কৌশলে ওহাবী মত প্রচার করতে থাকে, তারা মুখে বলত এক আর লিখত এক। মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদী লিখিত পুস্তক কিতাবুত তাওহীদ যে সমস্ত কুফরী বাক্য লেখা ছিল তারই হুবাহু অণুবাদ উর্দূতে ইসমাইল দেহলবী তাকবিয়াতুল ইমান নামে লিপিবদ্ধ করে। ইহার ফলে ভারতবর্ষে ধর্মীয় মতানৈক্য ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মানুষ জিজ্ঞাসা করলে তারা কৌশলে ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বোঝাত।

একবার মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে জিজ্ঞাসা করা হল–ওহাবী কোন ব্যক্তিদের বলা হয় এবং মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব কেমন ব্যক্তি ছিল এবং তার আকিদা কেমন ছিল ? নাজদী আকিদা ও সুন্নী আকিদার মধ্যে পার্থক্য কি ?

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর উত্তর–মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের অনুসারীদেরকে ওহাবী বলে। তার আকিদা ভাল এবং তারমাজহাব হাম্বেলী, সে কঠিন মেজাজের ব্যাক্তি ছিল। তার অনুসারীগণ ভাল তারা এত বেপরওয়া ভাবে চলা ফেরা করত যে তারা ফাসাদীতে পরিণত হয়েছিল। আকিদা সকলের একই ছিল কেবল মাত্র আমলে পার্থক্য ছিল। কেউ হানাফী কেউ শাফেয়ী কেউ হাম্বেলী। (ফাতাওয়ায়ে রাশীদীয়া ২৮০ পৃঃ)

উল্লিখিত পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় পাঠক, আপনারা রশীদ আহমদের চালাকী বুঝলেন ? এক স্থানে লিখল তার আকিদা ভাল আবার অন্য স্থানে লিখল যে তার আকিদা সম্পর্কে আমার জানা নাই। এই হচ্ছে ধূর্তবাজদের ধূর্তবাজী। এই সব ধূর্তবাজ দেওবন্দীদের চালাকী প্রকাশ করে দিলেন চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

আলা হযরত প্রথমেই তাদের কুপরের ফাতাওয়া প্রদান না করে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেছেন, তাদের কুফরী বাক্য গুলোকে তুলে ধরেছেন।

যাদের উপর কুফরী ফাতাওয়া আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল যে যদি কোন ব্যক্তি কোন নবী ও ওলি সমন্ধে খারাপ আকিদা পোষন করে তবে সে কি হবে ?

সাথে সাথে তারা বলত যে নবী ও ওলি সমন্ধে অপমান জনক কথা বলা কুফর।

কিন্তু যখন বলা হতো যে আপনাদের পেশওয়াগণ তাদের পুস্তকে এই রকম অপমান জনক কথা লিখেছে, তখন খুব তাড়াতাড়ী তারা কথার ভঙ্গিমা পরিবর্তন করে উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করত এবং তা সহীহ প্রমান করার চেষ্টা করত। এ সমস্তই তাদের চালাকী।

তাদের কুফরী বাক্যের কিছু নমুনা–

১) প্রত্যেক সৃষ্টি বড় হউক অথবা ছোট আল্লাহর নিকট চামারের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

(তাকবিয়াতুল ঈমান)

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তার এই কুফরী বাক্যকে সংশোধন করার জন্য অনেক দূর গিয়ে সহীহ করার চেষ্টা করেছে। (ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়া ৮৪ পৃষ্ঠা)

২) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তারা বলেছেযে, আমিও একদিন মরে মাটিতে মিশে যাব। (তাকবিয়াতুল ঈমান) এই বাক্যকে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী হেরফের করে সঠিক করার চেষ্টা করেছে। (ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়া ৮৪ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ খলিল আহমদ আল মুহান্নাদ নামক কিতাবে এবং দেওবন্দের প্রধান মুদাররেস হুসাইন আহমদ মাদানী আশশিহাবুস সাকিব নামক কিতাবে মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে আসলকে ঢাকার অপচেষ্টা করেছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী "হিফজুল ঈমান" নামক কেতাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আংশিক ইলমে গায়েবকে বচ্চা পাগল, জীবজন্তুর জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছে। মৌলবী হোসাইন আহমদ মাদানী উক্ত কুফরী বাক্যের উর্দূ "এয়সা" শব্দের বিস্তারিত আলোচনা করে থানবীকে বাঁচাবার প্রতারণা করেছে। মোট কথা দেওবন্দের উলামাগণ নিজেদের বদ আকিদা কে সাধারণ মানুষদের ধোঁকা দিয়ে ওহাবী মতবাদ প্রচার করার অপচেষ্ট করেছে।

মুহাদ্দীসে বেরলবী ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেওবন্দী আলেমগণের চালবাজী খুব ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের কেতাবের কুফরী বাক্যগুলি শরীয়ত মোতাবেক চিহ্নিত করেন এবং তাদের কেতাবের কুফরী বাক্যগুলি এমন ভাবে প্রকাশ করলেন যে আজ পর্যন্ত উলামায়ে দেওবন্দ তাদের লেখাকে কুফরের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নাই। আলা হযরত আলায়হি রহমা ইসমাইল দেহলবীর নিকৃষ্ট তাকবিয়াতুল ঈমান এর বিরুদ্ধে দুই খানা পুস্ত প্রণয়ন করেন। ১। আল কাওকাবাতুস সিহাবীয়া ২। সাল্লুস সুয়ুফ। তিনি ইসমাইল দেহলবীর ৭০টি কুফর প্রমান করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসমাইল দেহলবীর কথা যে হুজুর আলায়হিস সালাম বলেছেন যে আমিও মরে মাটিতে মিশে যাব। এই বাক্যটিকে সঠিক করার জন্য মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী যে ব্যাখ্যা করেছে তার বিরুদ্ধে আলা হযরত আলায়হির রহমা এখানা পুস্তক লিখেছেন। পুস্তটির নাম "কাশফে দালালে দেওবন্দ"

আলা হযরতের কুফরের ফাতাওয়া দেওয়াতে সংযমতা

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা কুফরী ফাতাওয়া দেওয়াতে চরম সংযমী ছিলেন, যখন তখন কাউকে কুফরের ফাতাওয়া প্রদান করেন নাই। প্রথমে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন তারপরেও যখন কুফরী বাক্য প্রয়োগ বা ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই তখন ফাতাওয়া দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আলা হযরত আলায়হি রহমার জন্ম ১২৭২ হিজরী আর দেওবন্দ উলামাদের পক্ষ হতে নবীর শানে অসম্মান বা তাওহীন করা জোর প্রচার শুরু করে ১২৯০ হিজরীতে।

মৌলবী কাসেম নানুতুবী "তাহজিরুন্নাস" পুস্তকে, খলিল আহমদ আম্বেঠী, "বারাহিনে কাতিয়া" পুস্তকে, আশরাফ আরী থানবী "হিফজুল ঈমান" পুস্তকে আল্লাহ ও নবীর শানে কঠিন বেয়াদবী বাক্য প্রয়োগ এবং তাওহীন করল। ইহার পরেও আলা হযরত চরম সতর্কতার সহিত কাজ করলেন। তা ছাড়া উলামায়ে দেওবন্দ নিজের কলমে কোটি কোটি কলেমা পড়া মুসলমানকে কাফের ও মুশরেকের ফাতাওয়া দেয়। তবুও মুজাহিদে জামান আলা হযরত সংযত ছিলেন। ১২৯০ হিজরী হতে ১৩২০ হিজরী পর্যন্ত ৩০ বৎসর দেওবন্দীদের সংশোধন করার চেষ্টা করেন, তাদের পুস্তকের গুমরাহী পথভ্রষ্ট করার স্থানগুলি চিহ্নিত করেন, দলিল সহকারে প্রতিবাদ করেন, বার বার বলেন যে তোমরা এই সব বেয়াদবী মূলক কথা বাতিল করো, এই রকম বদ আকিদা ঈমান নষ্ট করার কথাকে আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের বই হতে তুলে নাও, তাওহীনে রেসালাত হতে বিরত থাক, নিজ কুফরী বাক্য হতে রজু করে তৌবা কর। অবশেষে তাদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পত্র লিখে রেজেষ্ট্রি ডাকে তাদের কাছে পাঠান এবং তাদের পুস্তকের রদ করে নিজ পুস্তকও প্রেরণ করেন। এই ভাবে পূর্ণ ৩০ বৎসর অহিবাহিত হয়। দেওবন্দী উলামাগণ নিজের জিদেই বহাল থাকল এবং কুফরী পুস্তক আরও বোশী করে ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগল। ইমাম আহমদ রেজার আহ্বানে যখন তারা কোন সাড়া দিল না, হক কথা কবুল করল না, নিজ কুফরী কথায় কায়েম থাকল বাধ্য হয়ে ইমাম আহমদইমাম রেজা মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ১৩২০ হিজরীতে সেই সমস্ত গুস্তাখে রাসুলদের শরীয়তের হুকুম জারী করলেন এবং "আল মুতামাদুল মুসতানাদ" নামক পুস্তক রচনা করেন।

আরও প্রমান পাওয়া যায় আলা হযরত কাউকে কাফের বলতে এত সংযত ছিলেন যে মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী যখন আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারে বলে ফাতাওয়া দেয় তখন ইমাম আহমদ রেজা ১৩০৮ হিজরীতে "সুবহানাস সব্বুহ আন আইবে কিজবিল মাকবুহ" পুস্তক রচনা করে প্রচার করলেন। ফোকাহে কেরামগণের কথার ভিত্তিতে ৭৫টি কুফরীয়াত প্রমান করার পরও তিনি বলেন–আমি কোন মতেই তারা কাফের হওয়া পছন্দ করছি না বরং এই নতুন দাবীদারকে এখন পর্যন্ত মুসলমান মনে করি যদিও তার বিদয়াত ও গোমরাহীতে কোন সন্দেহ নাই।

(সংগৃহিত–তামহীদে ঈমান বে-আয়াতে কোরআন-ইমাম আহমদ রেজা পৃঃ ১৩৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

যারা বলে বেরেরীতে কাফেরী মেশিন আছে তারা নব মিথ্যাবাদী ফেরেবাবাজী ধোঁকাবাজী দেওবন্দী ওহাবীর দল। মিথ্যা ধোকা দেওয়া যাদের চরিত্র।

তাছাড়াও ইমাম আহমদ রেজা হুসামূল হারামাইন লিখে রেজেষ্ট্রী ডাকে তার নিকট পাঠালেন, তারা ইহা পেয়েছিল তার রশিদ ফিরে এসেছিল। ইহার পর এগারো বৎসর অতিবাহিত হলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। তারা বলতে থাকে উত্তর লেখা হচ্ছে এবার ছাপা হবে কিন্তু উত্তর আর ছাপা হয় নাই। বরং তারা আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন বলে ফাতাওয়া পোষ্টার করে প্রচার করতে থাকে। তবুও আলা হযরত সংযত থাকেন পোষ্টারের উপর নির্ভর করে ফাতাওয়া লিখেন নাই। যখন গাঙ্গুহী সাহেব আসল ফাতাওয়া শীল সহী সহকারে পেলেন তখনই শরীয়তের ফাতাওয়া তার উপর জারী করেন। অর্থাৎ যতক্ষন কারও সমন্ধে সুর্য্যের মত প্রকাশ্য প্রমাণ না পেতেন কুফরী ফাতাওয়া দিতেন না। তার এ সব কর্ম দ্বারা প্রমানিত হয় যে তিনি কুফরী ফাতাওয়া দেওয়াতে কত সংযত ছিলেন, বরং তাদের বুঝিয়েছেন দলিল দিয়েছেন যখন কোন উপায় না পেয়েছেন তখনই ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

কিন্তু দেওবন্দী ওহাবীগণ কথায় কথায় মুসলমানদের কাফের মুশরীক বলেছে। তাদের আকিদা–

যারা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে তারা মুশরীক, আল্লাহ ও রাসুল চাইলে এই কাম হয়ে যাবে বলে তারা মুশরীক। এই রকমই আব্দুন্নাবী, নবীবক্স, গোলাম মহিউদ্দিন নাম রাখা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম ইলমে গায়েব জানেন মনে করা, দরুদে তাজ পাঠকারী, নজর নিয়াজ করা, মানত করা, আওলিয়া দরবেশের পানি তাবারক হিসাবে পান করা, আম্বিয়া ও আওলিয়াগনের শাফায়াতের আশা রাখা ইত্যাদি তাদের নিকট শিরক এবং যারা ইহা করে তারা মুশরীক।

অর্থাৎ দেওবন্দের উলামাগণ মুসলমানদের কাফের ফাতাওয়া প্রদান করতে এবং মুশরিক বলতে কোন দ্বিধা করে নাই।

মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর ৭০টি কুফরী প্রমাণ পাওয়ার পর ও আলা হযরত তাকে কাফেরের ফাতাওয়া দিতে কত সংযত ছিলেন। কেননা তিনি শুনেছিলেন ইসমাইল দেহলবী তাকবিয়াতুল ঈমানের মসলা সমন্ধে তৌবা করেছে এবং ইহা মাসহুর হয়েছিল। তার এই তৌবা প্রচারের কারণেই আলা হযরত তার উপর শরীয়তের ফাতাওয়া প্রদান করেন নাই।

কিন্তু মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর তৌবা সম্পর্কে তারই অনুসারী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

প্রশ্ন–একটি কথা খুব মাশহুর হয়েছে যে মৌলবী ইসমাইল সাহেব শহীদ নিজের মৃত্যুর সময় অনেক মানুষের সামনে তাকবিয়াতুল ইমানের আংশিক মসলা হতে তৌবা করেছে, আপনি কি ইহা কোথাও শুনেছেন ? না ইহা প্রপাগাণ্ডা ?

উত্তর–তার তৌবা করা তাকবিয়াতুল ঈমানের আংশিক মাসায়েল হতে একমাত্র ইহা বিদাতীদের প্রোপাগাণ্ডা এবং ভুল বর্ণনা। (ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়া ৮০ পৃঃ)

রশীদ আহমদকে প্রশ্ন করায় ইহা প্রমাণিত হয় যে ইসমাইল দেহলবীর তৌবার একটি প্রচার হয়েছিল কিন্তু রশীদ আহমদ বিদাতীদের প্রচার বলে তা অস্বীকার করেছে। এবং তাদের আকাবীর ইসমাইল দেহলবী যে ভুল স্বীকার করেছে ইহা অপমান মনে করে সম্মান রক্ষার্থে অস্বীকার করেছে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাই দেওবন্দীদের চরিত্র। ইহার পরও আলা হযরত আলায়হির রহমা তাকে কাফেরের ফাতাওয়া প্রদানের কলমকে বন্দ রেখেছিলেন।

ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা তাদেরকে অনেক চিঠি দিয়েছেন তবুও হতভাগার দল গ্রহণ করে নাই। আলা হযরত তাদের কতখানা চিঠি দিয়েছিলেন তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লামা আব্দুস সাত্তারহামদানী "এক মাজলুম মুফাক্কির" কিতাবে ৩৩৬ হতে ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তবু তারা নিজের জিদের উপরই দাঁড়িয়ে থাকায় তাদের উপর কাফেরের ফাতাওয়া দেন।

১৩২৩ হিজরীতে উলামায়ে দেওবন্দের উপর মক্কা মদিনার তেত্রিশজন মুফতী কাফেরের ফাতাওয়া প্রদান করেন।

উল্লিখিত ফাতাওয়া প্রদানের পরেও ইমাম আহমদ রেজা তাদেরকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেন যদি দেওবন্দী উলামাগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তবে মুসলমানগণ এক বিরাট ফেতনা হতে রক্ষা পাবে। এই ভাবে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু তবুও তারা নিজ জিদের উপর কায়েম থাকে। ইহার পরও ইমাম আহমদ রেজা ১৩২৯ হিজরীতে মৌলবী আশরাফ আরী থানবীকে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত চিঠিটি সর্ব প্রথম "দাফেউল ফাসাদ আন মুরাদাবাদ" পুস্তকে ছাপা হয়। পত্রটি "এক মাজলুম মুফাককির" পুস্তকের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ ভাবে ছাপা হয়েছে।

আলা হযরতের চিঠির বয়ান–

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু ও করুনাময়। আমরা তাঁরই প্রশাংসা করি এবং দরুদ শরীফ অবতীর্ণ হউক তাঁর সম্মানীত রাসুলের উপর। আসসালামু আলা মানিত্বাবায়াল হুদা। আমি আপনাকে অনেক চিঠি দিয়েছি আবারও আপনাকে ২৭শে সফর মুরাদাবদের সার জমিনে দিনের বেলায় ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে মুনাজারার জন্য আহ্বান করছি। এখনও এগারো দিন বাকী আছে। আর ইহাই আপনাকে আমার শেষ আহ্বান। যদি আপনি সম্মুখিন না হন তবু ইহাতেই আমার ইসলামিক দায়িত্ব পালন হয়ে গেল। আগামীতে আপনারও কোন আপত্তি থাকবে না। আর আপনাকে স্বীকার করানোও আমার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাবান।

ফকির আহমদ রেজা ক্বদেরী আফি আনহু
১৫ই সফর বুধবার ১৩২৯ হিজরী।
(মোহর)

কিন্তু দুঃখের বিষয় ২৭শে সফর ১৩২৯ হিজরী নিজ ওয়াদা অনুসারে ইমাম আহমদ রেজা মুরাদাবাদে উপস্থিত হন। কিন্তু আশরাফ আলী থানবী সেখানে উপস্থিত হন নাই। যদি থানকী সাহেব সেই দিন দুই মিনিটের জন্য মুরাদাবদের মুনাজারাতে উপস্থিত হত তবে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সমাপ্ত হয়ে যেত।

যারা বলে নবী এসেছিলেন কাফেরকে মুসলমান করতে আর ইমাম আহমদ রেজা এসেছিলেন মুসলমানকে কাফের করতে তাদেরও ভেবে দেখা দরকার যে আলা হযরত থানবীকে বাঁচাবার কতই না চেষ্ট করেছেন তবুও সে তার কুফরী বাক্য প্রত্যাহার করে নাই তখনই আলা হযরত বাধ্য হয়ে থানবীকে কুফরের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। যারা আলা হযরত সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে তারা মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ। আলা হযরত তাঁর মুজাদ্দিদের দায়িত্বই পালন করেছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দী ওহাবীদের চক্রান্ত মূলক মতবাদ হতে বিশ্বের মুসলমানদের ঈমান বাঁচানোর হাতিয়ার দিয়ে গেছেন।

থানবীর কিছু কুফরী বাক্যের নমুনা

উত্তর প্রদেশের জেলা মুজাফফর নগর থানা ভূষনের অধিবাসী মৌলবী আশরাফ আলী থানবী। সে হিফজুল ঈমান নামক একখানা পুস্তিকা রচনা করে এবং এই পুস্তিকার জন্যই সে ভারতবর্ষে বেশী পরিচিতি লাভ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে নবীপাকের ইলমে গায়েব সম্পর্কে তখন সে উত্তর দেয়–

"আপকি জাত মুকাদ্দাশা পর ইলমে গায়েব.....বালকে জামিয়ে হায়ওয়ানাত ওয়া বাহায়েম কে লিয়ে ভি হাসিল হ্যায়।" পৃঃ ৯

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্বত্তার জন্য ইলমে গায়েব মানা যদি জায়েদের কথা অণুসারে সঠিক বিষয় হয় তবে জিজ্ঞাসিত বিষয় এই যে এই ইলমে গায়েব হতে উদ্দেম্য কি ? যদি আংশিক ইলমে গায়েব হয় তবে ইহাতে হুজুরের কি বিশেষত্ব ? এমন ইলমে গায়েব তো জায়েদ ওমর বরং প্রত্যেক বাচ্চা ও পাগলের এবং জীবজন্তু ও হিংস্র পশুর ও আছে।

মৌলবী আশরাফ আলী থানবী নবী পাকের ইলমে গায়েবকে পাগল, বাচ্চা, জীবজন্তুর সঙ্গে তুলনা করে অবশ্যই নবীপাকের তাওহীন করেছে। উল্লিখিত বাক্যগুলি তুলে অন্যের নাম দিয়ে থানবী কে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর দেয় যে ব্যাক্তি ইহা বলে সে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যায়। সে মুসলমান নয়। তবে এই লেখাটি দেওবন্দীগণ এখনও ছাপে নাই লুকিয়ে রেখেছে।

"বাসতুল বানান" নামক পুস্তকে উক্ত প্রশ্নের উত্তরটি প্রকাশিত হয়।

উত্তর–আমি এই রকম খাবিস বিষয় কোন কিতাবে লিখি নাই বা লিখা তো দুরের কথা আমার অন্তরেও কখনও স্থান দিই নাই। আমার কোন বাক্যে এই কথা কখনই আসে নাই। যদি কোন ব্যক্তি এই রকম আকিদা রাখে বা তার আকিদা প্রকাশ পায় অথবা ইশারা দ্বারা বোঝা যায় তাকে আমি মুসলমান হতে বহির্ভুত মনে করি। সে কোরআন শরীফকে মিথ্যায় পরিণত করে এবং সাওয়ারে আলমকে অসম্মান ও তাওহীন করে।

ইহাই হল থানবীর চালাকী। আর নবী পাকের অসম্মান ও তাওহীন করলে কাফের হয় ইহা থানবী সাহেবের ই উক্তি। সুতরাং তার কথাতেই সে নিজে কাফের।

দেওবন্দী মাওলানাদের কেবল মাত্র আলা হযরতই কাফেরের ফাতাওয়া দেন নাই বরং মক্কা মদীনা, শাম, সিরিয়া, ইরাক, আরব জাহানের তেত্রিশজন মুফতী ভারতীয় পাঁচজন ব্যাক্তিকে কাফের বলে ঘোষনা করেছে ১) মৌলবী আশরাফ আলী থানবী ২) মৌলবী কাসেম নানুতুবি ৩) মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ৪) মৌলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী ৫) মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

উক্ত পাঁচ জন ব্যাক্তির কুফরী বাক্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও যদি কেউ তাদের কাফের হওয়া থেকে সন্দেহ করে তবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

তাদের কুফরের উপর ফাতাওয়া অখন্ড ভারতবর্ষের ২৬৮ জন মুফতী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহা "আস্‌সাওয়ারিমূল হিন্দিয়া" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। হুসামূল হারামাইন নামক পুস্তকে যে সকল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফ্তীগণ দেওবন্দী কাদিয়ানী পাঁচজন লিডারকে কাফের ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন তাদের নাম–

১) শাফেয়ী মাজহাবের মুফতী শায়খুল উলামা মহম্মদ সায়িদ।
২) শায়খুল খুতাবা শায়খ আহম্মদ আবুল খায়ের।
৩) হানাফী মাজহাবের মুফতী আল্লামা সলেহ কামাল।
৪) আল্লামা শায়খ আলী বিন সিদ্দিক কামাল।
৫) বাকিয়াতুল আকাবির আল্লামা শায়খ আব্দুল হক।

আগামী সংখ্যায়–মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ। (চলবে)

কয়েকটি জরুরী ফাতাওয়া

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ–তাসলিমা নাসরিন মুসলমান না কফের ?

উত্তর ঃ–তাসলিমা নাসরীন একজন বাংলাদেশের বিতাড়িত কলংকিনী নাগরিক। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তাওহীন কারিনী, তাঁর প্রতি অশালীন শব্দ ব্যবহার কারিনী, বেয়াদব, বামবেয়ানী, জেনাকারিনী, ইসলামের শত্রু, দেশ বিদেশের শক্তির হাতিয়ার হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের, ইসলাম ও কোরআনের তাওহীন ও অসম্মান কারিনী, সাহাবায়ে কেরাম এবং নবীপাকের পবিত্রা স্ত্রীগণের অসম্মান ও বিদ্রুপকারিনী সন্ত্রাসবাদী। দেশে অশান্তি সৃষ্টি কারিনী যে নিজ বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধ করার মানসে হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চরিত্রকে কলঙ্কিত করে মানুষের সামনে মিথ্যা ভাবে প্রচারিত করেছে। সে তার রচনা সমূহের মধ্যে বিশেষ ভাবে তার রচিত দ্বি-খন্ডিত ও লজ্জা পুস্তকে কোরআন, হাদীস, আল্লাহ ও নবী সম্পর্কে তার মন গড়া ঘৃণিত মতবাদ প্রকাশ করে ইসলামকে কলংঙ্কিত করেছে। ইহার ফলে সে কাফের ও মুরতাদ। ইসলাম হতে বেরিয়ে গেছে। তৌবা, ইসতেগার ও তাজদিদে ঈমান না আনা ব্যতিত সে মুসলমান হিসাবে গন্য হবে না বা তাকে মুসলমান বলা যাবে না। আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের সর্বসম্মতিক্রমে মত যে আল্লাহ ও তার রাসুলের তাওহীন কারী বা কারিনী কোরআন ও হাদীসের অবমাননাকারী কাফের ও মুরতাদ। তার কুফরী বাক্য জানার পর যে ব্যক্তি তাকে মুসলমান মনে করবে সেও কাফের।

মৌলবী হোসাইন আহমদ মাদানী, সাবেক সদর মোদাররেস, দারুল উলুম দেওবন্দ তার "আশশেহাবুস সাকেব" এর ৫৭ পৃষ্ঠায় লাত্বয়েফে রাশিদীয়ার ২২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন কেউ যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে অসম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করে যদিও তার উদ্দেশ্য তাঁকে অসম্মান করা না হয় তবুও সে কাফের হয়ে যাবে।

মৌলবী আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী সাবেক শায়খুল হাদীস দেওবন্দ,কুফরের হুকুম প্রকাশ্যের উপর নির্ভর করে, নিয়ত, উদ্দেশ্য ও অবস্থার কারণ গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্ত উম্মতের একমত ইহার উপর যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে অসম্মান ও তাওহীন সূচক বাক্য ব্যবহারকারী কাফের। আর যে ব্যক্তি তার কুফরে ও আযাবে সন্দেহ করবে সে কাফের

(সংগ্রহিত–সুন্নী দুনিয়া) (সংগৃহিত–মাহনামায়ে "সুন্নী দুনিয়া" মার্চ ২০০৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ–ডাঃ জাকির নায়েক কোন মাজহাবের লোক ? তার ভাষন সুন্নীদের জন্য শোনা জায়েজ না নাজায়েজ ?

উত্তর ঃ–ডাঃ জাকির নায়েক পেশায় একজন ডাক্তার। সে মৌলবী, মুফতী, মুহাদ্দিস কিছুই নয়। সে একজন বদ মাজহাবের ওহাবী দেওবন্দী। তার ভাষন টেলিভিশনে বা যে কোন স্থানে শ্রবণ করা নাজায়েজ ও হারাম। সে প্রকৃত ইসলাম ও ধর্মীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সে ইসলামী আকিদা সম্পর্কে মনগড়া মত প্রকাশ করে চলেছে। ইংরেজদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ভারতবর্ষে ইসলামকে ধংশ করার জন্য যে নতুন দল সৃষ্টি হয়েছে যেমন দেওবন্দী, লা-মাজহাবী, তাবলিগী, কাদিয়ানী, জামায়াতে ইসলামী ডাঃ জাকির নায়েকের নিকট ইহারা সকলেই মুসলমান। মুসলমান নাম নিয়ে যারা ইসলামকে ধ্বংস করে তারা কিভাবে মুসলমান ? ইহাতে বোঝা যায় জাকির নায়িম প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, আরবী ইসলামী শাস্ত্র সমন্ধে অনভিজ্ঞ। কেননা সে পড়াশুনা করেছে ইংরেজী, হিন্দী ও চিকিৎসা শাস্ত্রে আরবী ইসলামী শাস্ত্র সমন্ধে সে অনভিজ্ঞ। কোরাআনপাকে যে বলা হয়েছে "অর্থাৎ তোমারা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরো আর নিজেদের মধ্যে দলাদলি করো না" ইহার সম্মেধন সাধারণ মুসলমানদের করা হয়েছে কাফের ইসলামের শত্রু, নকল মুসলমান তাদের নিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলা হয় নাই। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বি লী সকলেই সুন্নী মুসলমান। ইহাদের সকরেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা জরুরী।

হয়ত কেউ বলবেন জাকির নায়েক তো ভাল কথা বলছে বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু ইহাও আমাদের জানা দরকার যে একজন মানুষ সব কিছুই খারাপ বলে না। তার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চটকদার কথা বলে মানুষের মন জয় করার চেষ্টায় রত হয়, তারপরে সুজোগবুঝে খারাপ কথা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয় ইহাই তাদের কৌশল। যেমন সালমান রুশদী, তাসলিমা নাসরীন, মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সকলেই ভাল কথার মাঝে কৌশলে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খরাপ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই সকল বদ মাজহাবের মানুষ হতে মুসলমানগণ সাবধান। সকলের প্রতি আহ্বান বদমাজহাবের কু-আকিদা হতে বাঁচার চেষ্টা করুন।

মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ১০ পৃষ্ঠা, হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্নিত যে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–শেষ জামানায় কিছু মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজ এর জন্ম হবে তারা তোমাদের নিকট এমন কথা বলবে যা না তোমরা শুনেছ না তোমাদের পূর্বপুরুষরা শুনেছে সুতরাং তাদেরকে নিজেদের নিকট হতে দুরে রাখো এবং নিজেরাও তাদের নিকট হতে বেঁচে থাকো। যেন তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট না করে অথবা ফেতনার মধ্যে ফেলে না দেয়। জাকির নায়েক এই রকম চমৎকার তথ্য পরিবেশন করেছে য হাদীস ও কোরআনে নাই। নিজ মন গড়া যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা প্রদান করে বাহবা লাভ করেছে। কিন্তু যে চলে মনের গড়া সে সব কিছু হারাবে। তার নিকট হতে সাবধান।

প্রশ্ন ঃ–কিছু দিন পূর্বে সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকশিত হয়েছে যে ২০১২ সালের ২১শে ডিসেম্বার পৃথিবী ধ্বংশ হয়ে যাবে, ইহা কি সত্য ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ– ধর্মীয় ব্যাপারে পত্র পত্রিকার সকল খবর বিশ্বাস করা সঠিক নয়। ২০১২ সালের ২১শে ডিসেম্বার পৃথিবী ধ্বংশ হওয়ার খবর ভুল ও মিথ্যা প্রপাগান্ডা। নিঃসন্দেহে পৃথিবী একদিন ধ্বংশ হবে। ইহার উপর ঈমান আনা মুসলমানদের জরুরী। কিয়ামত হঠাৎই সংঘটিত হবে। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে কিছু নিশানী প্রকাশিত হবে যার সংবাদ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন। যেমন কিয়ামত মহরম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার হবে। পৃথিবীতে একজনও মোমিন থাকা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। জেনা বেশী হবে, মদ, জুয়া, মদ্যপানকারী বেশী হবে। নারীর সংখ্যা বেশী হবে, ঈমান রাখা এমন কঠিন হয়ে যাবে যে জলন্ত আগুন হাতে রাকার চেয়েও তা কঠিন হবে, পুরুষ নারীর অধিন হবে, জাকাত দেওয়া উঠে যাবে, দাজ্জাল বের হবে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আকাশ হতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে কতল করবেন। ইমাম মাহদী পৃথিবীতে আসবেন। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে, দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে। সূর্য্য পৃথিবীর নিকটবর্তী হবে প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল নিদর্শন এখনও সব প্রকাশ পাই নাই এবং হযরত ঈশা আলায়হিস সালাম এখনও পৃথিবীতে পুনঃ অবতরণ করেন নাই। সুতরাং সংবাদ পত্রের এই ধ্বংসের সংবাদ সঠিক নয়। ইহার উপর ঈমান আনা যাবে না এবং বিশ্বাস করা যাবে না।

তাবলিগী ও দেওবন্দীদের সম্পর্কে জানতে পড়ুন

তাবলিগী দেওবন্দী পরিচয়

লেখক–মুফতী জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রাপ্তিস্থান–মুসলিম লাইব্রেরী

১১ কলুটোলা স্ট্রীট, ১২১ রবীন্দ্র সরণী, কোলকাতা–৭৩

প্রকাশিত হয়েছে

ইসলামী আকায়েদ

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদ মাহিরে রেজবীয়াত

ডাঃ মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদী

মাওলানা আবুল কালাম আমজাদী

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা আকা মাওলা মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা ও ফজিলতের বর্ণনায় নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি নবী প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। এই জন্য তার বলা চলা, পান কারা, উঠা-বসা, জেগে থাকা ঘুমানো সমস্তই ছিল নবীপাকের সন্তুষ্টির জন্য। তিনি নবীপকের প্রকৃত প্রেমিক, মহব্বতকারী, অনুসরণ ও অনুকরণ কারী ছিলেন। আর যে ব্যাক্তি আল্লাহর হাবীবের প্রকৃত প্রেমিক হয় তিনি আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং মাকবুল হন।

এই জন্যই আলা হযরত ও তাঁর খিদমত নবীপাকের নিকট মাকবুল। তিনি এমনিই মাকবুল যে ব্যক্তি তাঁর ওসিলা করে কাম করে বা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর অথবা তাঁর কর্মের প্রচার ও প্রসারের উপর কাজ করে সেও নবীপাকের নিকট মাকবুর ও প্রিয় হয়ে যায়।

সৌভাগ্যবান ঐ সব ব্যক্তিগণ যারা আলা হযরতকে উপলব্ধি করেছেন, জেনেছেন, মন থেকে মান্য করেছেন, আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার করেছেন এবং আলা হযরতের লেখনী সমূহকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন, আলা হযরতের ব্যক্তিত্বের উপর গবেষনা করেছেন তাদের মধ্যেই ছিলেন আর্ন্তজাতিক চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সুন্নীয়াতের প্রচার ও প্রসারক গবেষক মাহির রেজবিয়াত হযরত আল্লামা আলহাজ প্রফেসর ডক্টর মহম্মদ মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

প্রফেসর সাহেবের সম্পর্ক হিন্দুস্থানের বিখ্যাত ধর্মীয় খানদান খান্দানে মাসুদীয়া মাজহারীয়া দিল্লির সঙ্গে ছিল। তাঁর পিতার নাম হযরত মুফতী মাজহারুল্লা সাহেব সিদ্দিকী। তিনি দিল্লির ফতেহপুর মাসজিদের শাহী ইমাম ছিলেন এবং দিল্লির মুফতী আযম ছিলেন। প্রফেসর মাসউদ আহমদের জন্ম ১৯৩০ খৃঃ দিল্লিতে হয়েছিল। তিনি উর্দূতে ফাযেল, ফারসীতে ফাযেল এবং দারসে নিজামীতে ফাযেল এবং জেনারেলে (এম,এ,-গোল্ডমেডেলিষ্ট) এবং পি,এইচডি করেছিলেন। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ডক্টর গোলাম মুস্তাফা খাঁ সাহেব এর সহযোগিতায় সিন্ধু ইউনিভারসিটি (পাকিস্থান) হতে "উর্দূ মে কোরআনী তারাজীম ও তাফাসীর এক তারিখী জায়েজা" বিষয়ের উপর পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ খৃঃ লেকচারার হিসাবে কর্ম আরম্ভ করেন, তারপর প্রফেসর হন তারপর ১৬ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে দায়িত্ব পালক করেন। কয়েক মাস সিন্ধুতে শিক্ষা দপ্তরের অ্যাডিশনাল সিক্রিটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলেজ ও ইউনিভারসিটির পরিক্ষক ও ছিলেন এবং বহু জ্ঞানী গুনী তাঁর সহযোগিতায় পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রফেসর সাহেব যেমন জ্ঞানী পণ্ডিত, লেখক, গবেষক, চিন্তাবীদ ছিলেন সেই রকমই তিনি আলেমে রব্বানী এবং পীরে তরিকত ছিলেন, তিনি আলিয়া মুজাদ্দেদীয়া নকসেবন্দীয়া তরিকায় বায়াত করাতেন। তিনি তাঁর পিতা মুফতী মাজহারুল্লাহ সাহেবের বায়াত ও খেলাফত ছাড়াও মুফতী মাহমুদ শাহ আলওয়ারী আলায়হির রহমার খেলাফত ও ইজাজত লাভ করেন। তাছাড়াও কাদেরীয়া তরিকায় হযরত পীর জয়নুল আবেদীন শাহ গিলানী রহমাতুল্লাহি আরায়হির নিকট হতে খেলাফত ও ইজাজত লাভ করেন।

১৯৯১ খৃঃ তিনি স্বপরিবারে হজ্জ পালন করেন। তিনি তাঁর লেখনীর কর্ম আরম্ভ করেন ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হতে। তাঁর সর্ব প্রথম লেখনী "নুকতায়ে কামাল" যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিরাত সম্পর্কে ছিল। এই লেখা "মুয়াম্মারে হারামে লাহোর" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুবহানাল্লাহ ! লেখা আরম্ভ করলেন তাঁর পবিত্র নামে যার পবিত্র নাম সমগ্র পৃথিবীর মূল।

তিনি পবিত্র কোরআন, হাদীস, ফোকাহ, সিরাতে মুস্তাফা, সাহিত্য, বিভিন্ন রকমের রীতি পদ্ধতি বৈচিত্রপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর লেখনী লিপিবদ্ধ করেন। কিছু দিন পূর্বেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জীবন চরিত্র ও কর্মের উপর বার খন্ডে বিভক্ত বিশাল পুস্তক রচনা করেন যা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আসলে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন পৃথিবীতে মাহেরে রাজবীয়াত হিসাবে। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর আলা হযরাতের উপর গবেষনা করে প্রায় ৪০ খানা বই রচনা করেছেন এবং ৫০টিরও অধিক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তক ও প্রবন্ধের নাম

১) ফাযেলে বেরেলবী আউর তরকে মাওয়ালাত ২) রাহবার ও রাহনোমা ৩) উজালা ৪) ইমাম আহমদ রেজা আউর আলামে ইসলাম ৫) হায়াতে ইমাম আহলে সুন্নাত ৬) স্বারতাজুল ফোকাহে ৬) Neglected geneous of east প্রভৃতি।

প্রবন্ধের মধ্যে জাদিদ ওয়া কাদিম সাইন্সী আফকার ও নাজরিয়াত আউর ইমাম আহমদ রেজা, মাওলানা আহমদ রেজা কি তাসনিফ প্রভৃতি।

ইহা ছাড়াও তিনি আলা হযরতের পিতা হযরত মাওলানা নাকী আলী খাঁ আলায়হির রহমা এবং হযরত সরকারে মুফতী আজম হিন্দ এর উপর মূল্যবান লেখনী লিখে গিয়েছেন।

তিনি ইমাম আহমদ রেজার জীবন ও ব্যক্তিত্বের উপর,এবং কর্ম জীবনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ খণ্ডে বিভক্ত এক বৃহৎগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা "তাহকিকাতে ইমাম আহমদ রেজা" করাচীর প্রকাশক সংস্থা প্রকাশ করে। তিনি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার পরিচিতি ও মাসলাক ও লেখনী সমূহের প্রকৃত হক আদায় করেছেন। তাঁরই ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে জ্ঞানের জগতে জ্ঞানীগণের নিকট আলা হযরতের জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আলা হযরতের মাসলাকের প্রকৃত পরিচয় বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার ও প্রসার করে বিখ্যাত করেছেন। ইহার পলে আলা হযরতের ওসিলাতে মদিনাওয়ালে আকা ডঃ মাসউদ আহমদের নামকে পৃথিবীতে রওশন করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি একশত থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ লেখনী জাতীকে উপহার দিয়েছেন। পাঁচশো অধিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা ছাড়া বিভিন্ন পুস্তকের অভিমত, ভূমিকা,পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি রচনার সংখ্যা অগণিত। তাঁর দ্বীনি খেদমত এবং মাসলাকে আলা হযরতের প্রচারের খেদমত দর্শনে জ্ঞানীজন তাঁকে "সাদরে মাকাম" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বহু জ্ঞানীজন তাঁর (ডঃ মাসউদ আমেদ) ব্যক্তিত্বের ও কর্মের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং গবেষনা করে ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেছেন। তাঁ লেখনীকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। এই জন্যই তাঁকে "মাহিরে রেজবীয়াত" দ্বীনকা আজীম তরজমান, আলা হযরত কা ওফাদার, সুন্নীয়াত কা সাচ্চা হমদর্দ, কাউম কা হাদী ও রহনোমা, মিল্লাতকা পাশবান প্রভৃতি উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে।

রেজবীয়াত সম্পর্কে বিশেষ কিছু না লিখে কেবল এটুকু বলতে চায় যে প্রফেসর মাসউদ আহমদ আলা হযরতের মাসলাক ও জীবনীর উপর লেখনীর জন্যই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইমাম আহমদ রেজার উপর গবেষনা ও জ্ঞান চর্চা করার জন্য আজ সংস্থা এ্যাকাডেমী তৈরী হচ্ছে এবং লেখকদের নতুন নতুন দল তৈরী হচ্ছে এবং ইউনিভারসিটি গুলোতে গবেষনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রফেসর সাহেব যখন "হায়াতে ইমামে আহলে সুন্নাত" লিখলেন তখন পাঠকগণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। বিরোধীগণ চমকে উঠল এমনকি একজন বদ মাজহাবের স্কলার ইহা দর্শন করে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল যে আমরা ফাজেল বেরেলবীকে দাফন করে দিয়েছিলাম (মায়াজাল্লাহ) কিন্তু প্রফেসর মাসউদ আহমদ তাকে লেখনীর দ্বারা কবর হতে বের করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ইমাম আহমদ রেজার সৌন্দয্যের ও পূর্ণতার দেখার আয়না হচ্ছে "মাসউদে মিল্লাত"

ডক্টর মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদী গত ২৮শে এপ্রিল ২০০৮ রোজ সোমবার করাচী শহরে তাঁর কর্ম জীবন সমাপ্ত করে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

ডক্টর মাসউদ আহমদ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ঃ-

প্রফেসর ডক্টর মুখতারউদ্দিন আরজু এম,এ, পি এইচ, ডি (আলীগড়)

ভাইস চ্যান্সেলার মাজহারুল হক অ্যারাবিক পারসিক ইউনিভার্সিটি, পাটনা।

প্রফেসর মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদীকে ঐ সব জ্ঞানী চিন্তবীদ গণের মদ্যে গন্য করা হয় যাদের গুরুত্বপূর্ণ লেখনী ও দ্বীনি খেদমত পৃথিবীর বহুদূর প্রান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাঁর ৪০ টি কেতাবের অন্য ভাষায় অনুবাদ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচারিত হয়েছে।

প্রফেসর ওয়াসিম বেরলবী, রুহেলখন্ড ইউনিভারসিটি।

প্রফেসর মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদী কেবলমাত্র একজন পূর্ণ ব্যক্তিত্বই নন, তিনি একজন ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার বিষয়। তিনি এই রকম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর প্রবন্ধের যদি সঠিক পর্যালোচনা করা যায় তবে তা জ্ঞানী গণের নিকট বিরাট সম্পদ।

প্রফেসর ডক্টর ফারুক আহমদ সিদ্দিকী, বিহার ইউনিভারসিটি, মুজাফফরাবাদ।

প্রফেসর মাসউদ আহমদ জ্ঞানের জগতে জ্ঞানীদের নিকট পরিচিত হওয়ার মুখাপেক্ষী নন। তাঁ জ্ঞানচর্চ ও গবেষনার ফলে ও দ্বীনি কর্মের কারণেই বিখ্যাত ও সম্মানীত। তাঁর লেখনী জগতের কর্মই তাঁকে চির জীবিত করে রাখবে। কয়েকটি বাক্যে তাঁর উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও কর্মকে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে হয় যে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের এক বিরাট সম্পদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ডক্টর আব্দুল নায়ীম আজিজী, বেরেলী শরীফ।

সম্মানীত প্রফেসর ডক্টর মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদী আলায়হির রহমা এক সঙ্গে আলেম-দ্বীন, প্রফেসর, উচ্চজ্ঞানী, চিন্তাবীদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, লেখক এবং হাদী ও মুরশীদ ও ছিলেন। তিনি মুস্তফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর খলিফাগণ ও সাহাবাগণ, সালেহীন আউলিয়া উলামাদের জীবন চরিত্রের উপর এবং তাদের মূল্যবান কর্ম জীবনের উপর লেখনী লিখে মুসলমানদের তাঁদের নিকটবর্তী করেছেন। যারা ইমাম আহমদ রেজাকে উপলব্ধি না করে বিরোধতিা করত এবং তাঁকে জাতীয় সম্মানে ভূষিত না করে অন্যায় ভাবে অত্যাচার করত তাদের সিনাকে ভেঙ্গে ইমাম আহমদ রেজার সততা, শ্রেষ্ঠতা, মহানুভবতার প্রকৃত ঝলক দেখিয়ে আশ্চর্য করে চোখ খুলে দিয়েছেন মাসউদ আহমদ।

ডক্টর মুফতী মোঃ মুকাররাম আহমদ উসতাজ, জামেয়া সিন্ধিয়া, দিল্লি।

মাসউদে মিল্লাত এমন এক উচ্চ স্তরের আলেমেদ্বীন, আশেকে রাসুল, আরিফে বিল্লাহ, শায়েখে তরিকত,উচ্চাঙ্গের চিন্তাবীদ, আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা, অতুলনীয় গবেষক, মাহিরে রেজবীয়াত, মাহিরে নাফসিয়াত, সাহিত্যের পণ্ডিত যার তুলনা পাওয়া যায় না। কেবল ইসলাম জগতেই নয় বরং ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়াতেও তাঁর অতুলনীয় লেখনী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

ডক্টর মাজিদুল্লাহ সাহেব।

উত্তর আমেরিকার মারকাজে মাজহাবী তানজীম, আরনুর সোসাইটি অফ গ্রিটো হোসট্যান এর কর্তীপক্ষ ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার ডক্টর মাসউদ আহমদের ইসালে সওয়াবের আয়োজন করেন। এই সভায় অনেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর আলোচনা রাখেন। তাঁর মধ্যে ডক্টর মাজিদুল্লাহ কাদেরী সাহেব অন্যতম। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেন ডক্টর মাসউদ আহমদকে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী নিজ তরিকার উপর কর্ম করেন, মাওলানা আহমদ রেজার নিকট কি আছে যে সময় নষ্ট করছেন ?

তিনি বলেন–আলা হযরত এই রকম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে তাঁর সকল দিক নির্ণয় করা মুসকিল। ইহার পরের তিনি আরও পনের বৎসর ইমাম আহমদ রেজার গবেষনা করেছেন ও লেখনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর ১৯৯৬ খৃঃ হতে নিজ তরিকার বোর্জগদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার উপর গবেষনা আরম্ভ করেন এবং "জাহানে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী" নামক এগারো খন্ডে বিভক্ত পুস্তক রচনা করেন। এই ভাবেই তিনি নিজ জীবনে দুইজন বিখ্যাত মুজাদ্দিদের উপর গবেষনা করেন, তাঁদের মত-পথ কর্মকে পৃথিবীবাসীর নিকট প্রকাশ করে কলমের হক আদায় করেন।

সভার শেষে ফাতেহাখানী, সালাম ক্বেয়াম ও দোয়া করা হয়।

(সংগৃহিত–মাহনামায়ে আলা হযরত, ২০০৮, মে,জুন,
মাহনামায়ে আলা হযরত, ২০০৮, জুলাই সংখ্যা,)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবে জমজমের নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য

মোহাঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

জাপানের বৈজ্ঞানিক ডক্টর মুসারো এমোটো এক নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। যা হলো আবে জমজমের পানিতে এমন বিশেষত্ব রয়েছে যা পৃথিবীর কোন পানির মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি নিনুনামি টেকনোলোজীর সাহায্যে জমজমের পানি নিয়ে কযেকবার গবেষনা করেছেন। যার সাহায্যে তিনি জানতে পারেন যে জমজমের পানি এক বিন্দু সাধারণ পানি এক হাজার বিন্দুতে যদি মিশ্রিত করা যায় তবে সাধারণ পানিতেও ঐ বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় যা জমজমের পানিতে আছে।

ডক্টর এমোটো জাপানেঅবস্থিত হোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষনা বিভাগের প্রধান। তিনি তার গবেষনা কায্যের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ কালে এক আলোচনায় বলেন যে জাপানে এক আরববাসীর নিকট হতে তিনি জমজমের পানি পান। যে পানি নিয়ে তিনি ক্রমাগত গবেষনা করেন এবং গবেষনার ফলে জানতে পারেন যে জমজমের প্রত্যেক বিল্লোওয়ার (এক চমকদার মাদানী জওহর) এক সতন্ত্র বিশেষত্ব আছে। যা অন্য কোন পানির বিল্লোওয়ার এর সঙ্গে সাদৃশ্য নাই। পৃথিবীর যে কোন স্থানের পানির সঙ্গে জমজমের পানির কোন সাদৃশ্য নাই। তিনি ল্যাবরেটারী টেষ্টের মাধ্যমে জানতে পারেন যে জমজমের পানির বিশেষ গুনাবলীকে কোন ক্রমেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞান আজও অপারক। জমজমে রিসাইক্লিন করার পরও তার বিল্লোয়ার এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

এই জাপানী বৈজ্ঞানিক আরও নতুন তথ্য দিয়ে বলেছেন যে মুসলমান খাওয়া পানকরা এবং প্রত্যেক জায়েজ কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করে। তিনি বলেন, যে পানির মধ্যে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয় তার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। পরিক্ষাগারে পরিক্ষার দ্বারা সাধারণ পানির ক্ষমতা বা বিশেষত্ব দেখা হয়েছে এবং তারপর সেই পানির উপর বিসমিল্লাহ পাঠ করার পর পানির গুনাবলীর পরিবর্তন দেখা গেছে। বিসমিল্লাহ পাঠ করার পর পানির বিন্দুতে এক উজ্জ্বল বিল্লোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন–আমি পানির উপর কোরআন পাকের আয়াত পড়িয়ে ছিলাম, পড়ার পর দেখলাম তার মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন। তিনি আরও বলেন যে পানির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আশ্চর্য রকমের ক্ষমতা দিযেছেন। পানির মধ্যে শ্রবন শক্তি, উপলব্ধির ক্ষমতা, স্মরণ শক্তি, পরিবেশ হতে কার্যকারী শক্তি অর্জিত হয়। যদি পানির উপর কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ করা হয় তবে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগ প্রতিযেধক ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। ডঃ এমোটো বলেছেন যে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, যদিও তা জড় বস্তু হয় তবুও তা পরিবেশের ফল গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু জ্ঞান বা বোধ আছে আর এ জ্ঞানেরই ফলে নিজ সৃষ্টি কর্তার তাসবীহ পড়তে মাশগুল থাকে।

(সংগৃহিত–মাহানামায়ে আলা হযরত, মে-জুন ২০০৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

গল্প

ইনশায়াল্লাহ

এক শেঠ সাহেব খুব অহংকারী ছিলেন। লেখা পড়া করে তিনি বিলেত হতে পিএইচ,ডি ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন। তিনি সকল সময় মুখে ডারউইনের সুত্র প্রচার করে বেড়াতেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের চিন্তা তার ধ্যান জ্ঞান ছিল। তিনি একদিন ২৫ হাজার টাকা নিয়ে একখানা মোটর গাড়ি ক্রয়ের জন্য বোম্বাই রওনা হযেছেন।

বাড়ি হতে রওনা হওয়ার সময় একজন মাওলানা সাহেবের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। মাওলানা জিজ্ঞাস করেন–বলুন শেঠ সাহেব কোথায় রওনা হয়েছেন ?

শেঠ অহংকারের সহিত উত্তর দিলেন–বোম্বাই যাচ্ছি, মোটর ক্রয় করতে।

মাওলানা সাহেব বললেন–ভাই এই ভাবে বলো যে, আমি ইনশায়াল্লাহ মোটর ক্রয় করব, তার জন্য মোম্বাই যাচ্ছি।

তখন সঙ্গে সঙ্গে শেঠ সাহেবের অহংকারে শিরা উপশিরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং তার গায়ে বিজ্ঞানের জ্বর এসে পড়ল। তিনি নিজ চেহেরা ও আকৃতি পরিবর্তন করে বললেন–আমি তোমাদের মত মাওলানাদের ইনশায়াল্লাহ কে মানি না। শোন এখানে ইনশায়াল্লাহর কি প্রয়োজন ? টাকা পকেটে, মোটর কোম্পানির ঘরে খোদা ইচ্ছা করুন অথবা না করুন আমি মোটর ক্রয় করবই। ইহাতে বাধা কোথায়।

মাওলানা সাহেব বললেন–শেঠজী তৌবা করো, ঈমান রাখো যে আল্লাহর মর্জি ছাড়া কোন কাজই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ জন্য কোন কাজ আরম্ভের পূর্বে ইনশায়াল্লাহ বলো। ইহার বরকতে আল্লাহ তোমার কাজ সম্পূর্ণ করবেন।

মাওলানা সাহেবের কথায় কর্ণপাত না করে অহংকারী শেঠজী নাক ফুলিয়ে গাড়ি কেনার নেশায় বোম্বাই রওনা হলেন।

কিন্তু আল্লাহর কি শান যখন শেঠজী বোম্বাই ষ্টেশনে পৌঁছাল কোন পকেটমার গোপনে তার পকেট হতে টাকা নিয়ে নিলো, তিনি জানতেই পারলেন না।

মোটর কোম্পানির ঘরে উপস্থিত হয়ে এবং সেখানে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন তার পকেট কাটা কোন টাকা নাই। তার হাত পা ফুলে গেল, দিল কাঁপতে লাগল, লম্বা লম্বা শাঁস পড়তে লাগলো। শরীর হতে ঘর্ম ঝরতে লাগলো।

এমন অবস্থায় কোম্পানির ঘর হতে তিনি নিরাস হয়ে বেরিয়ে আসলেন।

এমতবস্থায় তার স্মরণ হলো যে মাওলানা সাহের সত্যই বলেছিল। আল্লাহর মর্জি ছাড়া পৃথিবীর সামান্য বস্তুও নড়ে না। প্রত্যেক কাজের পূর্বে ইনশায়াল্লাহ বলাতে কাজ সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ হয়। শেঠজী আফশোষ করতে লাগলো এবং মনে মনে তৌবা করতে লগলো, মন স্থির করলো আর কোন দিন ইনশায়াল্লাহ কোন ছাড়া কথা বলবে না।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই মাওলানা সাহেবের নিকট উপস্থিত হলেন। মাওলানা সাহেব বললেন–কি শেঠজী মোটর নিয়ে আসলেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

শঠজী নম্র ভাবে বললেন– না হুজুর ।

মাওলানা বললেন–কেন ?

শেঠজী বলতে আরম্ভ করলেন–হযরত কি বলব, আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমি ইনশায়াল্লাহ বোম্বাই পোঁছালাম, তারপর ইনশায়াল্লাহ কঠিন চিন্তিত হয়ে ব্যাথিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসলাম। ইনশায়াল্লাহ হুজুর আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। ইনশায়াল্লাহ এখন সব সময় বলব। ইনশায়াল্লাহ হুজুর আমাকে মাফ করে দিবেন। ইনশায়াল্লাহ আমার জন্য দোয়া করুন।

মাওলানা সাহেব যখন উপদেশ দিলেন যে কোন কাজের পূর্বে ইনশায়াল্লাহ বলো তখন শেটজী অহংকারে উন্মত্ত হয়ে অস্বীকার করে কিন্তু যখন খোদার গজবে মুখে থাপ্পড় পড়ল তখন প্রত্যেক কথায় ইনশায়াল্লাহ বলতে আরম্ভ করলো। মোমেনের উচিৎ প্রত্যেক মুহুর্তে খোদাকে স্মরণ করা।

(ভারতবর্ষে সুন্নী উলামেদের অবদান)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামী

মূল রচনা–আব্দুল মালেক মিসবাহী

অনুবাদ — মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

১) হযরত খাজা জানে আলী চিশতী নিজামী

ইংরেজদের শয়তানী দৃষ্টি নিজেদের ব্যবসা ও রাজনিতীর প্রচার ও প্রসারের জন্য হিন্দুস্থানের ঐ উর্বর এলাকা নির্বাচিত করেছিল তা ছিল বাংলা। বিহার প্রদেশ ও বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কেননা এই সব অঞ্চল উর্বরতা ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য্যের কারণে ইহার প্রতি ইংরেজদের লালসা ছিল। বাংলা প্রদেশকে শোষনের পর তাদের খঞ্জর নিক্ষিপ্ত হয়। আজিমাবাদ (পাটনা) এবং তার পার্শবর্তিদের উপর ইংরেজদের যে অন্যায় অত্যাচার লিখিত হয়েছে তার প্রতিটি লাইন রক্তে রঞ্জিত।

১০ই মে ১৮০৭ খৃঃ মিরাঠে স্বাধীনতার যে আন্দোলন হয় ইহাতে বিহারের অধিবাসীদের উন্মত্ত করে তুলেছিল। এমনিতেই বিহারে স্বাধীনতার আন্দোলন সাইক্লোনের আকারে চলতেছিল। এবং স্থানে স্থানে আন্দোলন কারীদের শক্তিশালী দল ইংরেজদের পরাস্থ করে পলায়ন করতে বাধ্য করে। ইহার মধ্যে পাটনা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, কাটিহার, মুজাফফরপুর, সিতামুড়ী, হাজারীবাগ, রাঁচী, আরা বখসার এবং সারান, শীর্ষস্থান হিসাবে বিস্তৃতি লাভ করে। সারানেরই একজন শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কামেল দরবেশরই আলোচনার উদ্দেশ্য। যার আন্দোলন ও জীবন সংগ্রামের পরেও ইতিহাসের পাতা হতে তিনি অদৃশ্য এবং অপরিচিত ইহাই বড় আশ্চর্য্যের।

বিহারের এই স্বাধীনতা সংগ্রামী হচ্ছেন হযরত খাজা জানে আলী চিশ্তী নিজামী আলায়হির রহমা। তাঁর জন্ম ইংরেজী ১৮৪৩ সালের ৭ই জুন সারান জেলার বড়হাড়িয়া থানার সিওয়ান নামক স্থানে। বর্তমানে এই এলাকা সিওয়ান জেলায় অবস্থিত।

হযরত জানে আলী চিশতী সুফি জামাতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং তার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও ছিল তাঁর মধ্যে নিজ মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার প্রবল বাসনা ছিল। তিনি তার পূর্ণ জীবনকে সৃষ্টির সেবার জন্য এবং মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা কলকাতার ফুলবাগানের এক মাদ্রাসা ও স্কুলে হয়েছিল। জ্ঞান লাভের পর তিনি কলকাতার এ্যটলিস নামক এক ইংরেজ কোম্পানিক চাকুরি গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি হেডক্লার্ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজ মাতৃভূমিকে অত্যাচারী ইংরেজদের কবল হতে মুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখে ইংরেজ কোম্পানীতে তার সহকর্মিরা তার বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাকে ইংরেজদের কঠিন শত্রু মনে করত। কোম্পানীর বিরুদ্ধাচারণের জন্য কোম্পানী তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করে। কোম্পানীর চাকুরী হতে বরখাস্ত হওয়ার পর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চাকুরী পরিত্যাগের পর তিনি কলকাতার বরশিল বাজার ১০ নম্বরে বাস করতে আরম্ভ করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে চর্তূদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তিনি চরম বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়ে হিন্দুস্থানকে মুক্ত করার জন্য হিন্দু মুসলমানকে একত্রিত করা জরুরী মনে করেছিলেন। আর এই ভেবেই হিন্দু মুসলমান ধর্ম মান্যকারীদের এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিক করণের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের হিন্দু মাসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ না করবে একই সূতায় বাঁধা না হবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সফলতা আসবে না, স্বাদীনতা দূরঅস্ত থেকে যাবে।

হযরত জানে আরী চিশতী একজন উচ্চ স্তরের বক্তা ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় কলকাতা ও তার পার্শবর্তী এলাকায় মিলাদ শরীফ পড়ার জন্য যেতেন। তিনি মিলাদ শরীফে বিপ্লবী বক্তৃতার মাধ্যমে মাতৃভূমির প্রেম সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতেন এবং ইহার মাধ্যমেই তাঁর আন্দোলন শুরু হয়। উক্ত সভায় তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করার জন্য হিন্দু মুসলমান সকলেই উপস্থিত হতেন এবং তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সাধারণের মধ্যে দেশ স্বাধীন করার স্পৃহা জাগরিত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ইংরেজদের ই,ডি, রিপোর্টের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী হয়। এই সংবাদ শোনার পর তিনি বংলা হতে চলে যাবার জন্য মনস্থির করলেন এবং বিহারের নিজ জন্মভূমি বড়হাড়িয়া সিওয়ানে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন এবং সেখানকার হিন্দু মুসলমানকে সংগ্রামের জন্য ঐক্য বদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু ইংরেজগণ যখন জানতে পারল যে তিনি বিহারে গিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তারা তার ঘর বাড়িকে ধ্বংশ করে দিল। এই সংবাদ তিনি তাঁর নিযুক্ত বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা প্রথমেই জানতে পেরেছিলেন। এই জন্য রাতের অন্ধকারে সে স্থান ত্যাগকরে সারান (গোপালগঞ্জ) শাফিয়াবাদ চলে আসেন। তিনি রাত্রে এবাদত ও সাধনার মধ্যে অতিবাহিত করতেন এবং দিনের বেলায় তার পোশাক পরিবর্তন করে তামাক বিক্রি করতে বিভিন্ন এলাকায় বেরিয়ে যেতেন এবং ইহাতে যা উপার্জন করতেন তাও তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ব্যায় করতেন এবং সেই সমস্ত এলাকার হিন্ত মুসলমানদের মনে দেশ পেমের স্পৃহা জাগরিত করতেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষকে সর্বস্ব উৎসর্গ করার জন্য জীবন দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর জীবনে এমন একটি সময় এসেছিল যে তাঁর দেশ প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ঐ এলাকার এক অভিজ্ঞ সংস্কৃত পন্ডিত এবং ভোজপুরী ভাষার বিখ্যাত কবি মহন্দর মশরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁর আন্দোলনের সঙ্গী হলেন কেননা তিনিও ইতিপূর্বেং একজন আন্দোলন কারী ছিলেন। তাঁর ও আলী জান এর একত্রিত হওয়ার পর স্বাধীনতা আন্দোলন আরও বেগবান হলো। ঐ সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কেন্দ্র ছিল কোলকাতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই জন্য তিনি পুনরায় সেখানে ফিরে যাওযার জন্য মনস্থ করলেন। তাঁরা দুজনেই প্রিয় দেশের স্বাধীনতার জন্য জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করে কলকাতা চলে আসলেন এবং ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

ইতিহাসের পাতায় অপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী হযরত জানে আলী চিশতী আলায়হির রহমার মাজার শরীফ গোপাল গঞ্জের সাফিয়াবাদে আজও বিরাজমান। আজও তাঁর স্মরণে প্রতি বৎসর তাঁর আত্মীয় স্বজন ও ভক্ত বৃন্দ ৮ই জুন তাঁর ওরস শরীফ শাফিয়াবাদে শরীয়ত মোতাবেক পালন করেন। ইহতে স্থানীয় বহিরাগত জনগণ এসে তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারত করেন এবং তাঁর ধর্মীয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কঠোর সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(সংগৃহিত–মাহানামায়ে মাহে নূর, দেহলী সেপ্টেঃ ২০০৭)

নজদ পরিচিতি

মহঃ মনসুর আলী নঈমী–সেকেন্ডা বীরভূম

বর্তমান সৌদী আরবের পূর্বঞ্চরীয় একটি প্রদেশের নাম "নাজদ"। এপ্রদেশের অধিবাসীগণ ঐতিহাসিক ভাবে ইসলামের ঘোর শত্রু। ইসলামের প্রারম্ভিক কাল হতেই এরা মুসলমানদের ধবংশ সাধনে নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এদের প্রধান বৈশিষ্ঠ হলো খুন খারাপি, রাহাজানী, অবৈধ যুদ্ধ পরিচালনা, ইসলামে বিদ্বেশ ইত্যাদি,। এদর জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল পশু চারণ, দস্যুবৃত্তি, মুর্খতা ও যাযাবরী। এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছিল শয়তানের শিং মোসালিমা কাজজার নামে ভন্ডনবী ও আব্দুল ওহাব নাজদী নামে ভ্রান্ত ফেতনার উদ্ভাবক।

প্রিয় নবী হুজুরে পাক সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এদের সম্পর্কে বদদোয়া করেছেন ফলে এই অঞ্চলে আজ পর্যন্ত কোন ধর্মপ্রাণ লোকোর জন্ম হয় নি এবং তৈল সম্পদ এই অহ্চলে আবিস্কৃত হয়নি। নজদ বাসীগণ আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী হুজুরে পাক সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কতৃক অভিশপ্ত হওয়ার বহু কারণের মধ্যে নিম্ন লিখিত কারণ গুলো উল্লেখ যোগ্য।

১) নজদের প্রধানতম মুরুব্বী সেখ নজদী মহান নবী সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। যার কথা আল্লাহ পাকের মহান গ্রন্থ কোরআন পাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত রয়েছে।

২) নজদ হতে মুসালিমা কাজজার নামে এক ভন্ড নবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খেলাফত কালে ইসলামের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। যার কথা ইসলামের ইতিহাসে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

৩) সাহাবী বিদ্বেষী এই দেশবাসী বীরে মাউনাতে সুশিক্ষিত সত্তর জন সাহাবীয়ে রাসুলকে নির্মম ভাবে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর হুজুর পাক সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাজের মধ্যে কুনতে নাজেলার মাধ্যমে নজদীগণের জন্য বদদোয়া করেছিলেন।

(হাদীস বোখারী ও মুসলীম শরীফ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪) ১১১১ হিজরীতে আব্দুল ওহাব নাজদী নামের এই দেশের এক ব্যক্তি ইসলামের বড় ফেতনা। ইবনে সউদ ছিল তার সম্পর্কীয় ভগ্নীপতি, এই দুই ব্যক্তি দস্যু বাহিনী গঠন করে নজদ ও হেজাজের শাষন ক্ষমতা দখল করে, বহু সুন্নী ওলামায়ে কেরাম, হাফেজ, ক্বারীকে শহীদ করেছে, বহু সাহাবায়ে কেরামের মাজার শরীফ ধবংশ করেছে এ দুনিয়া ব্যাপী ওহাবী আন্দোলন পরিচালনা করেছে। যার অণুসারী বর্তমান সৌদী শাষক বাদশাহ ফাহাদ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তারা ইসলামী মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন। তারা ইসলামের গণতন্ত্রকে হত্যা করে সেচ্ছাচারী ও বিলাস প্রিয় রাজতন্ত্র কায়েম করেছে। তাদের সহাযক শক্তি হলো ইহুদী নাসারা, সাবাইন ও নাস্তিক সম্প্রদায়, সুতরাং এই ধীকৃত জাতীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আজ সময় এসেছে।

আমাদের এই দেশে নাজদী ওহাবী পন্থি দেওবন্দ মাদ্রাসার কতিপয় আলেম উল্লেখ যোগ্য। এদের লিখিত ফতুয়ায়ে রাশিদিয়া ওহাবী মতবাদের অন্যতম পুস্তক। শরীয়ত তরিকত পন্থী উলামাগণ ওহাবী মতবাদীদের ফতুয়া ও তাদের অনুসারীদের সংশ্রব হতে দুরে থাকার কথা তাগিদ দিয়ে বলেছেন। অন্যথায় ইমান ও আকিদা বিনষ্ট হয়ে যাবে। রোজা, নামাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি পালন করেও কোন সার্থকতা হাসিল করা যাবে না।

হযরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী মুস্তাফা সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতগণ ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতই সমুন্নত ও বেহেস্তী ফেরকা বা দল হবে। নজদী, ওহাবী, খারেজী, মাজহাবী, দেওবন্দী প্রভৃতি সকল ফেরকা বা দল ভ্রান্ত ও দোযখী হবে। এরা শয়তানের মত কেবলমাত্র আল্লাহ পাককেই মান্য করে। তারা সৃষ্টির সেরা নবী, সমস্ত নবী গণের নবী, সারা দোজাহানের নবী, ত্রিভূবনের নবী, গায়েবের সংবাদ দাতা নবী সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে যথাযত ভাবে বিশ্বাস করেনা বা মানে না।

তাই আমার সনির্বদ্ধ অনুরোধ সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর যুবক ভাই ও বোনেদের কাছে যে আপনারা সকলেই প্রতিবাদ করুন বর্তমানে তাবলীগি জামাতের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদের সময় এসেছে। নচেৎ সাধারণ মুসলমানগণ ঈমান হারা হয়ে যাবে। সত্য কথা প্রকাশ করুন ভয় পাবেন না ওদেরকে দেখে, এগিয়ে যান আর যে গুলো ওরা পালন করতে নিষেধ করছে ওদেরকেই বলুন কোরআন ও হাদীস থেকে তার প্রমান করতে, দেখবেন ওরা পিছিয়ে যাবে, প্রমাণ করতে পারবে না কেয়ামতের আগে পর্যন্ত। পরিশেষে দোওয়া চাহি হে আল্লাহ পাক আপনি দয়া করে নবী মুস্তাফা সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অসিলায় ও সমস্ত আম্বিয়া গণের অসিলায়, আহলে বায়াতের ওসিলায় ও সমস্ত আউলিয়া কেরামগণের মহান অসিলায় সমস্ত ঈমানদার মুসলমানকে সকল বাতিল ফেরকা হতে হেফাজত করুন এবং হুজুর পাক সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খাঁটি উম্মত বানিয়ে দিন। পাকা ঈমানদার মুসলমান বানিয়ে দিন। আমিন-সুম্মা আমিন ওয়া আখেরে দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।

(সংগৃহিত-নজদী পরিচয়-মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী,
চট্টগ্রাম, ঢাকা বাংলাদেশ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দী ও ইসলামী আকিদা

মোঃ মনসুর আলী নঈমী

–ঃ দেওবন্দী আকিদা ঃ–	–ঃ ইসলামী আকিদা ঃ–
১) আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে। (মাসায়েলে ইমকানে কিযব) মৌলবী খলিল আহম্মেদ আম্বেঠী রচিত বারাহিনুল কাতিয়া ও মৌলবী মাহমুদুল হাসান সাহেব রচিত "জাহাদুল মকিল" দ্রষ্টব্য।	১) মিথ্যা বলটা দোষ যেমন চুরি করা. যেনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দোষ থেকে পবিত্র। অধিকন্ত আল্লাহর গুনাবলী হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী সম্ভাব্য নয়। সুতরাং আল্লাহর বেলায় "সম্ভব" বলাটা ধর্মহীনতার পরিচায়ক।
২) আল্লাহর শান হচ্ছে যখনই ইচ্ছে করে অদৃশ্যর জ্ঞান জেনে নেয়। কোন নবী, জ্বীন, ভূত ফিরিস্তাকেও আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষমতা দেননি। মৌলবী ইসমাইল দেহলবী সাহেব রচিত "তাকবিয়াতুল ঈমান"	২) আল্লাহ তায়ালা সব সময়ের জন্য অদৃশ্য জ্ঞানে জ্ঞানী। এ অদৃশ্য জ্ঞানটা হচ্ছে তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট যা আবশ্যম্ভাবী। যখন ইচ্ছা পোষন করেন তখন জেনে নেন। এর অর্থ হচ্ছে যখন তিনি ইচ্ছা করেন না তখন তিনি এই ব্যপারে অজ্ঞ থাকেন এই ধরণের ধারণা কুফরী। অধিকন্ত আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রিয়জনদের কে ও গায়বী ইলম দান করেছেন। (কোরআন কারিম)
৩) আল্লাহ তায়ালাকে স্থান,কাল, গঠন ও আকৃতি থেকে পবিত্র মনে করা বিদআত। মৌলবী ইসমাইল দেহলবী রচিত ইজাউল হক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।	৩) খোদায়ে কুদ্দুস স্থান, কাল, গঠন ও আকৃতি থেকে পবিত্র। তিনি কোন জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ঠ নন, তাঁর আয়ু কাল বলতে কিছু নেই। তিনি কোন অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ দ্বারা গঠিত নন। দেওবন্দীরাও বেমালুম এতে কুফরী বলেছে। (ইলমূল কালাম দ্রষ্টব্য)
৪) বান্দাদের কাজ সমূহের বেলায় আল্লাহ আগে থেকেই অবগত থাকেন। বান্দা ভাল মন্দ কাজ যখনই করে ফেলে তখনই জানা হয়ে যায়। (মৌলবী রশিদ আহমদ সাহেবের শিষ্য মৌলবী আলী সাহেব রচিত বুলগাতুল হয়রান কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)	৪) আল্লাহ তায়ালা সব সময়ের জন্য সব কিছুর ব্যপারে জ্ঞাত তাঁর জ্ঞান হচ্ছে আবশ্যম্ভাবী ও স্থায়ী। যে কোন কিছু ক্ষেত্রে এক মুহুর্তের জন্য ও যদি তাকে অজ্ঞ মনে করা হয় তা ধর্মদ্রোহীতার সামিল (আকায়েদের কিতাব দ্রষ্টব্য) দেওবন্দীরা যে খানে খোদার গায়বী ইলমকে অস্বীকার করে সেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করলে আশ্চর্যের কিছুই নাই।
৫) খাতিমুন নবীয়ীন এর অর্থ (হুজুর আলায়হিস সাল্লামকে) শেষ নবী মনে করাটা ভুল। আসলে এর অর্থ হচ্ছে তিনি আসল নবী এবং অন্যান্য নবীগণ হচ্ছেন আরেযী (মূল নবীর ভূমিকা অনুসরণ কারী) নবী। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরে অন্য কোন নবী এসে গেলেও হুজুর শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না। (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম রচিত তাহযিরুন্নাশ দ্রষ্টব্য)।	

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬) আমল সমূহের বেলায় ব্যাহতঃ উম্মত নবীর বরাবর হয়ে যায়। বরং অনেক সময় অতিক্রম ও করে যায় (তাহযিরুন্নাশ)

৭) হুজুর আলায়হিস সালামের তুলনা ও দৃষ্টান্ত সম্ভব। ("ইকরওজ", মৌলবী ইসমাইল দেহলবী, পৃষ্ঠা ১৪৪)

৮) হুজুর আলায়হিস সালামকে ভাই বলা জায়েজ, কেননা তিনিও মানুষ। মৌলবী খলিল আহমদ সাহেব রচিত বারাহিনুল ফাতিহা ও মৌলবী ইসমাইল সাহেব রচিত তাকবিয়াতুল ঈমান দ্রষ্টব্য)

৯) শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেস্তার জ্ঞান হুজুর আলায়হিস সালামের থেকেও বেশী (মৌলবী খলিল আহমদ সাহেব রচিত বারাহিনুল ফাতিহা)

১০) হুজুর আলায়হিস সালামের জ্ঞান শিশু , পাগল ও পশুদের জ্ঞানের মত বা ওদের সমতুল্য। মৌলবী আশরাফ আলী থানবী রচিত হিফজুল ঈমান দেখুন)

১১) হুজুর আলায়হিস সাল্লাম উর্দ্দু বলাটা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিখেছিলেন। (মৌলবী খলিল আহমদ সাহেবের বারাহিনুল কাতিয়া)

১২) প্রত্যেক ছোট বড় মাখলুক (নবী ও গায়র নবী) আল্লাহর শান মানের সামনে চামার থেকে নিকৃষ্ট। (মৌলবী ইসমাইল সাহেব রচিত তাককবিয়াতুল ঈমান দ্রষ্টব্য)

১৩) নামাজে হুজুর আলায়হিস সাল্লামকে স্মরণ করা স্বীয় গরু গাধার ধ্যানে মগ্ন থাকার চেয়েও নিকৃষ্ট। (মৌলবী ইসমাইল দেহলবী সাহেব রচিত "সিরাতুল মুস্তাকিম" দ্রষ্টব্য)

১৪) আমি হুজুর আলায়হিস সালামকে স্বপ্নে দেখলাম যে তিনি আমাকে পুল সিরাতে নিয়ে গেলেন,-কিছূ দূর অগ্রসর হযে দেখলাম তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) পড়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ধরে ফেললাম।

মৌলবী রশিদ আহমদ সাহেবের শিষ্য মৌলবী হোসাইন আলী রচিত "বালাগাতে হায়রান" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

৪) খাতিমুন নাবীয়ীন এর অর্থ হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। তাঁর প্রকাশ্য যুগে বা পরে কোন আসলী নকলি, অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী কোন রকমের নবী আগমন একে বারেই অসম্ভব। এই অর্থে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে এবং হাদীসেও এই অর্থ প্রকাশ পায়। যে এই অর্থের অস্বীকার করে সে ধর্মদ্রোহী হিসাবে গন্য যেমন কাদিয়ানী ও দেওবন্দীরা।

৬) নবী ভিন্ন অন্য কেউ, তিনি ওলি, গাউস বা সাহাবা, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে নবীর বরাবর হতে পারে না। এমকি সাহাবী নয় এমন কেউ সাহাবী বরাবর হতে পারে না। সাহাবীর যৎসামান্য গম খায়রাত আমদের শত শত মণ স্বর্ণ কায়রাত থেকেও অনেক উত্তম।

৭) আল্লাহ তায়ালা অতুলনীয় সৃষ্টি কর্ত্তা আর তার মাহবুব অতুলনীয় বান্দা। তিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমত ও গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ কারী। এই সব গুনাবলীর জন্য তার তুলনা সত্বাগত ভাবে অসম্ভব। মৌলানা ফজলুল হক খায়রাবাদী রচিত রেসালা।

৮) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে সাধারণ শব্দ সমূহ দ্বারা ডাকা হারাম, তা যদি অবজ্ঞার নিয়তে হয় তাহলে কুফরী (আল কোরআন) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ বলা প্রয়োজন। নিজেকে আপনার কুকুরের সমতুল্য বলতে পারলেও ধন্য মনে করতাম। কিন্তু তাহা বলতেও বেয়াদবী মনে হয়।

৯) যে ব্যক্তি সৃষ্টিকুলের কাউকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকেও বেশী জ্ঞানী মনে করে সে কাফির। (শেফা শরীফ দ্রষ্টব্য) খোদার সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সব চেয়ে বড় জ্ঞানী।

১০) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কোন পবিত্র বৈশিষ্ঠকে সাধারণ জিনিসের সাথে তুলনা করা বা ও সবের বরাবর বলা সুস্পষ্ট মানহানীকর এবং ইহা কুফরী।

১১) আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সমস্ত ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞান হযরত আদম আলায়হিস সালাম অপেক্ষা অনেক গুন বেশী। তাই যারা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই জ্ঞান অমুক মাদ্রাসা থেকে অর্জন করেছে তারা ধর্মদ্রোহী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫) মৌলবী আশরাফ আলী থানবী সাহেব বৃদ্ধ বয়সে এক মহিলা মুরিদকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ করার আগে তার কোন এক মুরিদ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে মৌরবী আশরাফ আলীর ঘরে হযরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) তশরিফ এনেছেন। এই তাবির প্রসঙ্গে মৌলবী আশরাফ আলী বলেন কোন অল্প বয়স্কা মহিলা আমার সাথে আসবে। কেননা হুজুর আলায়হি সাল্লামের সাথে হযরত আয়েসা সিদ্দিকার যখন বিবাহ হয় তখন তার বয়স ছিল সাত বছর মাত্র।এই স্বপ্নে ইঙ্গিতই রয়েছে যে আমি হলাম বৃদ্ধ এবং বিবি সাহেবা হচ্ছেন বালিকা।

(মৌলবী আশরাফ আলী থানবী রচিত রিসালাতুন ইমদাদ দ্রষ্টব্য)

এই হলো দেওবন্দী আকিদার কিছু নমুনা। যদি তাদের সমস্ত আকীদা বর্ণনা করা যায় তবে তা বিশাল আকারের পুস্তকেও স্থান সংকুলান হবে না। মোট কথা রাফেজিরা ও খারেজিরা কেবল সাহাবায়ে কেরাম বা আহলে বায়াতে গণের সমালোচনা করেছে। কিন্তু দেওবন্দীদের কলমের খোঁচা থেকে আল্লার জাতে পাক রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, হুজুরের পবিত্রা স্ত্রীগণ কেউ রক্ষা পাইনি। নিজের মায়ের অপমান কেউ সহ্য করবে না। আমাদের উচিৎ নয় আমাদের সকলের মাতা হযরত আয়েসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এই ধরনের জঘন্য অপমান সহ্য করা। তাই কলমের মাধ্যমে প্রতিবাদ করছি এবং মুসলমানদের সজাগ করার জন্য। আপনারা সাবধান ! ইলিয়াসি তবলিগীদের নিকট হতে দূরে থাকুন নাহলে কাফের হতে হবে।

সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত এর ভাইদের , মায়েদের, বোনেদের ও যুবক ভাইদের প্রতি অনুরোধ আপনারা এদের সংস্পর্শ থেকে দুরে থাকুন এবং দেওবন্দী ওহাবীরা সেই সব আকিদা থেকে তৌবা করে নেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্তনা করি হে আল্লাহ আপনি দয়া করে অদৃশ্যের সংবাদদাতা ত্রিভুবনের নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অসিলায় আমাদের মত কম জোর মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং (ইহদেনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম) সহজ ও সরল পথে পরিচালিত করুন, ঐ পথে যে পথে তোমার পুরস্কৃত গণ রয়েছেন। আমিন সুম্মা আমিন।

১২) আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ –আল্লাহর নিকট তিনিমর্যদাবান।আরওইরশাদ করেন–সম্মানতো আল্লাহর আর তার রাসুলের ও মুমিনদের। খোদার সামনে যে নবীকে নিকৃষ্ট মনে করে সে নিজেই চামার থেকে নিকৃষ্ট।

১৩) যে নামাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠতার কথা মনে পড়ে না, সে নামাজই অগ্রাহ্য হবে। এ জন্য তাশাহুদে হুজুর আলায়হি সাল্লামকে সালাম করা হয়।এই তাশাহুদছাড়ানামাজ হতে পারে না।(জায়ালহক)

১৪) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কতেক গোলাম পুল সিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুত বেগে চলে যাবে। আবার পুলসিরাতের উপর পিছলে যাওয়া অনেক লোক হুজুরের বদৌলতে রক্ষা পাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দরবারে দুয়া রাব্বি সাল্লিম করবেন। –(আল হাদীস)

যে বলে হুজুর আলায়হিস সাল্লামকে পুলসিরাতে পড়ে যাবার থেকে রক্ষা করেছি। সে বেইমান ও কাফির।

১৫) হুজুর আলায়হিস সালামের সমস্ত বিবি সাহেবান মুসলমানদের জন্য মায়ের মত (আল কোরান) বিশেষ করে হযরত আয়েসা সিদ্দিকা তুর কুবরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর সেই উচ্চ মর্যদা রয়েছে যে সারা বিশ্বের মায়েরা তাঁর পবিত্রা চরণে উৎসর্গীতা। কোন মুর্খ ব্যক্তিও মাকে স্বপ্নে দেখে স্ত্রী হিসেবে তাবীর করবেন না। তাই এটা হযরত সিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি অবমাননা করা বরং তার শানে সুস্পষ্ট বে-আদবী বোঝা যায়। মাকে স্ত্রী হিসাবে তাবীর করার চেয়ে জঘন্য বে-oআদবী আর কি হতে পারে ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানা অজানা

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ–হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালামের সময়কালে বাদশাহ নমরুদের পূর্ণ নাম কি ছিল ?
উত্তর ঃ–তার পূর্ন নাম ছিল নমরুদ বিন কেনয়ান।
প্রশ্ন ঃ–নমরুদ কত বৎসর রাজত্ব করেছিল ?
উত্তর ঃ–নমরুদ বিন কেনয়ান ৪০০ বৎসর রাজত্ব করেছিল।
প্রশ্ন ঃ–নমরুদ বাদশার মস্তকে মশা কত দিন অবস্থান করেছিল ?
উত্তর ঃ–নমরুদের মস্তকে মশা ৪০০ বৎসর অবস্থান করেছিল।
প্রশ্ন ঃ– যে মশা নমরুদের মস্তকে ছিল তার আকৃতি কেমন ছিল ?
উত্তর ঃ–যে মশা নমরুদ কে হত্যা করে তার একটি পা ও একটি পাখনা ছিল না।
প্রশ্ন ঃ–হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সময়কালে ফেরাউনের নাম কি ছিল ?
উত্তর ঃ– মুসা আলায়হিস সালামের সময়কালে ফেরাউনের নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মুসায়াব।
প্রশ্ন ঃ ফেরাউন কোন সমুদ্রে ডুবেছিল ? তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত ?
উত্তর ঃ–ফেরাউন বাহারে কুলজুম অর্থাৎ লৌহিত সাগরে ডুবেছিল। যার দৈর্ঘ্য ৪৬০ ফারসাখ উত্তর দক্ষিণে এবং প্রস্থ ৮ ফারসাখ এবং যে স্থানে ডুবেছিল তার প্রস্থ ৪ ফারসাখ। (এক ফারসাখ সমান ৩ মাইলের একটু বেশী)।
প্রশ্ন ঃ–ফেরাউন কোন মাসে কোন তারিখে কোন সময় ডুবেছিল ?
উত্তর ঃ–মহরম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার দ্বিপ্রহরের সময়ে ডুবেছিল।
প্রশ্ন ঃ–ফেরাউন কত বৎসর রাজত্ব করেছিল এবং কত দিন বেঁচেছিল ?
উত্তর ঃ–ফেরাউন ৪০০ বৎসর রাজত্ব করে এবং ৬২০ বৎসর বেঁচেছিল।
প্রশ্ন ঃ–কত জন বাদশার উপাধী নমরুদ হয়েছে ?
উত্তর ঃ–ছয়জন বাদশার উপাধী নমরুদ হয়েছে।
প্রশ্ন ঃ–কত জন বাদশার উপাধী ফেরাউন হয়েছে ?
উত্তর ঃ–তিনজন বাদশার উপাধী ফেরাউন হয়েছে।
প্রশ্ন ঃ–কতজন বাদশাহ সমগ্র পৃথিবীতে বাদশাহী করেছে ?
উত্তর ঃ–চার জন বাদশাহ সমগ্র পৃথিবীতে বাদশাহী করেছে তার মধ্যে দুইজন মোমিন এবং দুই জন কাফের।

(সংগৃহিত-হায়রাত আঙ্গিজ মা'লুমাত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতাবলী

বিধ্বস্ত–১

মাজরুল ইসলাম

কত না অছিলা
বেদরদি বিশ্বে চোরাবালুর
মোড়ক থেকে বেরিয়ে পড়ছে দিবারাত্রি
সাবাড় হওয়া বিধ্বস্ত "নারী দিবস"
ছুক্‌রি গলির মখমলে শুয়ে-বসে শীৎকারের মুর্ছনা
ঢাকে কাঠি পড়লে আর
সেই সুর বাজে না।
নাগপাশ ছেঁড়া জীবনের খোঁজে
তারাই সাধে বাদ শ্মশানের, নেড়িকুত্তার মতো।
সঙ সেজে বেড়ায় পথে ঘাটে
মরিয়ে যত পাখসাটে।
হাতে রাখো বেদের কৌটো
কেউটে দেখবে এক দিন নোয়াবে শির।

বিধ্বস্ত–২

শুভ পরিনয় অনুরুদ্ধ–
বাব বার পিরে আসে জতুগৃহে।
ঘুরে বেড়ায় এক চুল্লি থেকে আর এক চুল্লিতে
চুল্লি জোড়া নিদারুন দুর্ণীতির দৃশ্যমান ঃ
স্তনের ভাঙা নথ, ঘ্রাত জানুর ফোলানো গোছ
পেটের ফল নৈবদ্য–
ঝোপের আড়ালে গুড়ি মেরে বরে থাকা শেরটাকে।
ভাগে অবশেষ,
H.I.V. মলম্বার টাঁদর পাতে আস্তাকুড়ে।

বিধ্বস্ত–৩

আর শ্লোগান ভালো লাগে না !
কোন বেগবতী উত্তরে হাওয়া উঠে,
ঈশান কোনে নির্জলা মেঘও আছে
কিন্তু, কারা যেন শিশু-শ্রমিকের সাথে
এলোমেলো এই কাজ গুলো সেরে নিচ্ছে।
ক্যাভাসে প্রদর্শিত ছবি
মানায় শুধু শিশুর হাতে বেদরদি দেশের পতাকা।
সুশীল সমাজের অনির্ভুল কথা–
মিছিলের শিশু ফিরে যায়
দেক-বেদিকের মচোই কোনো
নিগুঢ় অন্ধকারে, আর কিছু দিন
চললে হয়ে যাবে উদ্বায়ী।

ঠুলি

মাজরুল ইসলাম

দেশ দেশের মানুষ স্বপ্ন দ্যাখে
আকাশ থেকে চাঁদের পতন।
পতনের ভেতর কাকোদরের হিস্‌হিস
কিছুতে পায়না টের মূক স্বাধীনতা।
পুড়ছে মসজিদ-মন্দির কিংবা গীর্জা-গুরুদুয়ার
হাউমাউ কাঁদছে্ ওই মানুষ
পালাচ্ছে ছেড়ে সাধের চাতাল
বন পোড়া সিংহীর মত ছুটে যাচ্ছে
শিশু ছেড়ে উপেক্ষিতা মা।
দেখছে ছবি দাঁড়িয়ে সে এক মালি'
ঘুমায় নিরিবিলি।
ভগৎ সিং এর টুপি পায়ে পায়ে ওড়ে
খুব সহজে কি করে চিনব
ঠুলি লাগিয়েছে যে, সব পাড়াগাঁ.....

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবীর কি শান আল্লাহ্ আল্লাহ

এম,এ, হালিম — ২৪ পরগনা

মারহাবা মারহাবা কি শান তোমার সাল্লাল্লা –
নবী গো তুমি কওসর ওয়ালা –নবী গো তুমি কওসর ওয়ালা ॥
(১)–নীরাকারের নুর দিয়ে হলো মিমের আকার–
যাঁহার প্রেমে ফিদা হয়ে–২, পড়িছে দরুদ মালা –স্বয়ং খোদা তালা ॥
নবী গো.....কওসর ওয়ালা ॥
(২) – রাসুল নামের তসবী সদায় জপে যায় বুলবুলি –
যে নাম দীলে নিয়েছে গেঁথে পীর ফকির দরবেশ ওলি,
যে নাম জপে আপন চোখে–২
দেখা যায় আরশে আলা – নূরে ফানা ফিল্লা ॥
নবী গো.....কওসর ওয়ালা ॥

(৩) – বিশ্ব চেয়ে রয় মোহাম্মাদ – যাঁ ঈশকে হয় আল্লার ইবাদত,
সবাই ধরো তাঁরই অসিলা – বলে খোদা তালা ॥
নবী গো.....কওসর ওয়ালা ॥

(৪) – নূর নবী মোর কিবলা ও কাবা নূর নবী মোর ঈমান –
নবীর তরেই পেয়েছি মোরা ত্রিশ পারা কোরআন,
সেই কোরআন কে রাখলে দীলে-২ দীল হবে উজ্বালা–দূর হবে যত বালা ॥
নবী গো.....কওসর ওয়ালা ॥
(৫) – আলিফের ঐ অকুল দরিয়ায় মিম যে তার কিনারা -
দুটির মাঝে বহিছে দেখো মোহাম্মাদি ধারা,
সেই ধারাতে আলা হযরত মোর-২ হয়েছেন আল্লা ওয়ালা আশিকে রাসুলুল্লা ॥
নবী গো.....কওসর ওয়ালা ॥
(৬) – এম,এ, হালিম চিন্তা না করে ধরো নবীর ওসিলা -
রোজ হাশরে পার করিবেন নবী কামলি ওয়ালা,
নেকির পাল্লা ভারী হবে তোর –২, পড়নে সল্লে আলা - দরুদের মালা,
নবী গো.....কওসর ওয়ালা ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র ঈদ ও খাজা গরীব নওয়াজ

বি, ইসলাম

খোরাসানের অন্তর্গত সানজার এলাকার সিসতান গ্রাম। হযরত গিয়াসুদ্দিন সপরিবারে সুখে বাস করেন। সংসারে কোন অভাব অনটন তার নাই। নিশ্চিন্তে ধর্মকর্ম সম্পাদন করে চলেছেন। সংসারে কযেকজন সন্তান সহ আদরের সন্তান মায়ীনুদ্দিন। বয়স তার মাত্র ১০ বৎসর।

মানুষ রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদের আনন্দে মেতে উঠেছে। ছেলে-মেয়ে, যুবা -বৃদ্ধ সকলের মনেই আজ বন্ধনহীন খুশী। সকলের ঘরে ঘরেই বিভিন্ন রকমের খুশীর চিহ্ন। মায়েরা বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত। মিষ্টান্ন খাবার খেয়ে সকলেই যাবে ঈদের ময়দানে। সকাল সকাল গোসল সমাপ্ত করে নতুন নতুন কাপড় পরিধান করে ধনী-গরীব, ছোট-বড়, ব্যবসায়ী-মজদূর, শিক্ষিত– অশিক্ষিত সকলেই চলেছে ঈদের ময়দানে। সকলের মনেই আজ খুশী।

রমজানের সিয়াম সাধনার পর মলিনতা পাপের কালিমতা দূর হয়ে দেহ মন হয়েছে পবিত্র উজ্জ্বল। ঈদে তাই আন্তরিক আত্মিক খুশী। কেননা মনের ময়লা সাধনায় হয়েছে দূরীভূত। আর গোসল সমাপ্ত করে নতুন পরিস্কার বস্ত্র পরিধান করে ধনী দরিদ্রের ঈদের ময়দানে উপস্থিতি খুশীর বাহ্যিক প্রকাশ।

গোসল করে মিষ্টান্ন খাবার খেয়ে নতুন সুন্দর পোষাক পরিধান করে ছোট্ট মায়ীনুদ্দিন চলেছেন ঈদের ময়দানে। তাঁর আগে পিছে আরও বহু ছেলে মেয়ে বাপ ভাইএর হাত ধরে চলেছে কারো মনে দুঃখ নাই বেদনা নাই খুশীতে ভরপুর। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন মায়ীন। দেখেন রাস্তার ধারে একটি ছেলে উশকো খুশকো মাথায়, পোষাক বিহীন অপরিস্কার দেহে মলীন চেহেরায় রোদন করছে। গরীবের দরদী, ব্যথিতের ব্যাথা দূরকারী, বিপদে উদ্ধার কারি, গরীব নওয়াজ মায়ীনুদ্দিন এর কিশোর মনে আঘাত লাগল। তিনি আর চলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে তার নিকটে গেলেন । দেখেন যে সে আরও অসহায়, সে অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। তাঁর মন আরও বেদনায় ভরে উঠল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–ভাই তোমার কি হয়েছে ? কান্না করছো কেন ? তোমার পিতা মাতা কোথায় ?

ইহা শ্রবণ করে সেই অন্ধ বাচ্চা আরও চিৎকার করে কান্না করতে লাগল। হযরত মায়ীনুদ্দিন আদর করে তাকে জিজ্ঞানা করতে লাগলেন। সে বলল–আমার কে আছে যে আদর করবে । গোসল দেওয়াবে ? কাপড় পোষাক দিবে ? আমার বাপ ভাই মা কেউ নাই, চোখেও দেখতে পাই না। সব কিছুই আমার নিকট অন্ধকার। তাই রাস্তার ধারে বসে কান্না করছি।

আল্লাহ পাক যাকে গরীবের সাহায্যকারী গরীব নওয়াজ করে সৃষ্টি করেছেন সেই হাসান মায়ীনুদ্দিন এর মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে অস্থির হয়ে উঠল। বললেন–ভাই তুমি উঠ, আজ হতে তুমি আমার ভাই, আমার মা তোমার মা, আমার পিতা তোমার পিতা। চলো বাড়ি চলো, গোসল করতে হবে, ঈদের ময়দানে যেতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার হাত ধরে মায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। মা বললেন কি হাসান এত তাড়াতাড়ী ফিরে আসলে, নামাজ হয়ে গেল ? মায়ীনুদ্দিন বললেন–মা কেমন করে ঈদ হবে ? এই আমার ভাই রাস্তায় বসে কাঁদবে, পোষাক পাবে না, খাবার পাবে না, কেউ আদর করবে না, আর আমরা ঈদ করব, এই কি ঈদ হয় ? এর কেউ নাই, বাপ নাই , মা নাই, ভাই নাই আমি ইহাকে নিয়ে এসেছি সে আমার ভাই সে তোমার আর এক সন্তান। ইহাকে গোসল দিয়ে ভালো কাপড় পরিয়ে দাও, আমি আমার ভাইকে নিয়ে ঈদের মাঠে যাবো।

নবী বংশের সন্তান মাজননী মাহেনূর তাড়াতাড়ী এসে আদর করে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দিলেন। তারপর মিষ্টান্ন খাইয়ে ভালো পোষাক পরিয়ে দিয়ে বললেন বেটা দুঃখ করোনা আজ হতে আমি তোমার মা। যাও ভাই এর সাথে ঈদের মাঠে যাও। নামাজ পড়ে এসো। ইহাই তোমার বাড়ি আজ হতে আমরাই তোমার পরিচয়। আর দুঃখ করো না।

এতিম বাচ্চা তার দুঃখ ভুলে গিয়ে ভাই হাসানের হাত ধরে ঈদের ময়দানে ঈদের সাথী হয়ে খুশী মনে চলেছে। অন্ধ ভাইকে খুশী করে হাসান আপন মনেও আজ অণুভব করছে প্রকৃত ঈদ। ভাই কাঁদবে, খাবার পাবে না, পোষাক পাবে না বেদনার্ত হয়ে থাকবে ইহাই কি প্রকৃত খুশী, অন্তরের আনন্দ না সর্বজনীন ঈদ ? মনের মলিনতা, কপটতা দূর করে সকলকে নিয়ে যে খুশী তাহাই ঈদ। তাই খাজা মায়ীনুদ্দিন আজমিরী গরীব নওয়াজ দাতা গরীব অভাবীদের সাহায্যকারী উদ্ধার কারী। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমত তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি বর্ষিত হউক। তিনি সত্যই গরীব নওয়াজ।

খবরা খবর

ওরসে রাজবী

আগামী সফর মাসের (হিজরী ১৪৩০) ২৩,২৪,২৫ তারিখ মোতবেক ২০,২১,২২ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃঃ খানকায়ে আলীয়া রেজবীয়া কাদেরীয়া মহল্লা সওদাগরা রাজা নগর বেরেলী শরীফ (উত্তর প্রদেশ) অনুষ্ঠিত হবে। খানকাহ শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন শাহজাদা রায়হানে মিল্লাত হযরত আল্লামা আলহাজ মোহাম্মাদ সুবহান রেজা খাঁ সুবহানী মিয়া মাদ্দা জিল্লাহুল আরী এর নেতৃত্বে প্রতি বৎসরের ন্যায় অনুষ্ঠিত হবে।

মাখদুম নগরে ওরস

পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম জেলার মহম্মদ বাজার থানার মাখদুম নগরে প্রতি বৎসর ২৬ ও ২৭শে ফাল্গুন পীরে তরিকত সাইয়েদ শাহ মাখদুম জাকিউদ্দিন রহমাতুল্লাহির পবিত্র ওরস মেবারক পালিত হয়। সৈয়দ শাহ ওবাইদূর রহমান চিস্তী হাসনাতী আল ফেরদাউসী এবং নির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে ওরস মোবারক পরিচালিত হয়। মাজার সংলগ্ন একটি সুন্নী মাদ্রাসা কায়েম করা হয়েছে। কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয় ইহার সহযোগিতা করা সুন্নী মুসলমানদের কর্তব্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহম্মদ বাজারে ওরস শরীফ

প্রতি বৎসর ১৯শে বৈশাখ মহম্মদ বাজার জেলা বীরভূম পীরে তরিকত হযরত সৈয়দ শাহ সাকরা ওলি রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ওরস শরীফ পালিত হয়। পীরে তরিকত হযরত সৈয়েদ শাহ জাহাঙ্গীর আশরাফ আশরাফী কাছোছা উত্তর প্রদেশ এবং মহম্মদ মুশাররাফ খাঁ এর নেতৃত্বে ওরস শরীফ পরিচালিত হয়।

বেশাল মোবারক

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার ৭ই রমজান দিনগত রাত্রি ১০ টা ৫০ মিনিটে পীরে তরিকত হযরত মাওলানা শাহ মোঃ খলিলুর রহমান নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সুযোগ্য সাজ্জানাশীন বড় সাহেব জাদা পীরে তরিকত হযরত মাওলানা শাহ মোঃ আশরাফ আলী নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)

পশ্চিমবাংলার বীরভুম জেলার সদর সিউড়ী শহরের পূর্ব দিকে আলিমাবাদ (ধনঞ্জয়বাটি) গ্রামে এই খানকাহ শরীফ অবস্থিত। এই খানকাহ শরীফের আপন পিতার মাজার শরীফ সংলগ্ন পশ্চিম দিকে ৯ই সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর তাঁর কাফন দাফন করা হয়। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের বিশেষ পত্রিকা ত্রৈমাসিক "সুন্নী জগৎ" এর একজন বিশিষ্ঠ লেখক ছিলেন। তৎসহ তিনি আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের প্রচারক ও প্রসারক হিসাবে সারা জীবন কর্ম করে গেছেন। তিনি একজন পন্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন। সারা জীবন দেওবন্দী, তাবলিগী ওহাবী বাতিল ফেরকাদের ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করে গেছেন । আমরা তাঁর জন্য শোকাহত এবং দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাঁর কবরকে নূর এর আলোয় আলোকিত করেন। আমিন।

পবিত্র কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তর্জমা–

"কানজুল ইমান"

মূল অণুবাদক—আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হি রহমা

এখন বাংলা, ইংরেজী ও উর্দ্দুতে পাওয়া যাচ্ছে

সুন্নী জগৎ পত্রিকার সাফল্য কামনা করি– আসুন আলাপ করি–9733527526

আপনার কষ্টার্জিত টাকা সুরক্ষিত স্থানে বিনিয়োগ করুন–

ICICI PRUDENTIAL Life Insurance

ভারত সরকার ও IRDA অনুমদিত, ট্যাক্স বাঁচাবার হাতিয়ার

*এ্যাডভাজার–***মোঃ মিজানুল হক**

নশীপুর মসজিদ মোড়, নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভুম।
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) রেজবী লাইব্রেরী–ষ্টেশন রোড, ভগবানগোলা।
৪) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভুম।
৬) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৭) কালীমি বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
৮) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
৯) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১০) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,মুর্শিদাবাদ
১১) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–নলহাটী, বীরভুম।
১২) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা,
১৩) মাদ্রাসায়ে এম,আর, দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৪) মাওলানা মেহের আলী–জিবন্তী বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) ক্বারী আবুল কালাম–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৬) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা নুরুল ইসলাম– (রঘুনাথপুর মোড়) ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
১৮) মুফতী নিয়াজ আহমদ, কুলী, মুর্শিদাবাদ
১৯) মাখদুমনগর (মনসুর আলম)–মহম্মদ বাজার, বীরভুম।

আল্লাহ পাকের দয়ায় ও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ায় এবং আপনাদের ভালবাসায় ছাপার কাজে পরিচিত প্রতিষ্ঠান–

বুলবুল প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স

কম্পিউটার ডিজাইন ও লেটার প্রেসে যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়
নশীপুর বড় মসজিদ মোড় ❖ নশীপুর বালাগাছি ❖ মুর্শিদাবাদ
আসুন আলাপ করি ফোনে–9733527526

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-4, ISUE No -2 ❋ Nov - 2008

Editor- Md. Badrul Islam Muzaddadi

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 12.00 Only

❋ সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় ❋

- ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।
- লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।
- বাৎসরীক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা পাঠানো, লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা :—

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সম্পাদক–সুন্নী জগৎ পত্রিকা
পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ❁ থানা–ভগবানগোলা ❁ জেলা–মুর্শিদাবাদ
পিন নং–৭৪২১৬৯ ❁ ফোন নং–(০৩৪৮৩) ২৪২১৭৭

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi
Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur
Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad
Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi